ট্রিলিয়ন ডলারের হালাল বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়তে চায় ফিলিপাইন

সারে-জমিন

সুতির কৃষক বাজার প্রাঙ্গণে জঙ্গলের পাহাড়

রূপসী বাংলা

গাজায় যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিতে হবে বাইডেনকে

সম্পাদকীয়

একজন একা মানুষ এই শহরে

রবি-আসর

চোখধাঁধানো দুই গোল রোনাল্ডোর, জিতল আল নাসের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৬ নভেম্বর, ২০২৩
৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১১ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 318 ■ Daily APONZONE ■ 26 November 2023 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশে শীতকালীন বিধানসভা অধিবেশনে নিষিদ্ধ মোবাইল

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। যোগী সরকারের অধীনে ৬৬ বছর পর নতুন নিয়মে বিধানসভা অধিবেশন বসবে। আগের অধিবেশনে পরিবর্তনগুলি অনুমোদনের পর, এখন সেগুলি এই অধিবেশন থেকে কার্যকর করা হবে।এর আওতায় নেতারা আর সংসদে মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে পারবেন না। এছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সংসদে পতাকা ও ব্যানার বহনে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এ ছাড়া সংসদের অনুমতি নিয়ে বরাদ্দ বিল পেশের কাজ করা হবে।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া ইউপি অ্যাসেম্বলির শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে সংসদের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হবে।

তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনে ৫৮০জন প্রার্থী কোটিপতি

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২,২৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৮০ জন এক কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে সর্বাধিক ১১৪ জন ক্ষমতাসীন ভারত রাষ্ট্র সমিতির (বিআরএস) সদস্য। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে চেন্নুর (এসসি) বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারী কংগ্রেসের গাদ্দাম বিবেকানন্দ ৬০৬.৬৭ কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে তেলেঙ্গানার সবচেয়ে ধনী প্রার্থী। অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এবং তেলেঙ্গানা ইলেকশন ওয়াচ ২,২৯০ জন প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এবারের তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে ২,২৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৮০ জন কোটিপতি। যদিও ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ১৭৭৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৩৮ জন ছিলেন কোটিপতি।

কংগ্রেসের দাবি তারাই ফের ক্ষমতায় আসছে

শান্তির আবহে ৭১ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়ল রাজস্থানে

আপনজন ডেস্ক: রাজস্থানের মোট ২০০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯ টিতে ভোট গ্রহণ শনিবার শেষ হয়েছে। রাত ১০টা পর্যন্ত পাওয়া খবরে মোট ৭১.৭৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা ৬টায়। এই মরুভূমির রাজ্যে সবচেয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী লড়াইয়ে মোট ১৮৬২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২০১৮ সালে মোট ভোটের হার ছিল ৭৪.৭২ শতাংশ। রাজস্থানে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫,২৯,৩১,১৫২ জন। এ বছর ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২২ লাখ ৬১ হাজার ৮ জন নতুন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কমপক্ষে তিন লাখ ভোট পড়েছে।

কংগ্রেস প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক গুরমিত সিং কুনারের মৃত্যুর পর শ্রীগঙ্গানগর জেলার করণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বাতিল করা হয়েছে।

রাজস্থানের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক প্রবীণ গুপ্তা জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে মোট ৫১,৮৯০টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ২৬,০০০

টিতে ওয়েবকাস্টিংয়ের সুবিধা রয়েছে। সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত অন্তত ১২ হাজার ৫০০ ভোটকেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং, মাইক্রো পর্যবেক্ষক ও ভিডিওগ্রাফির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্র পরিচালনায় কমপক্ষে ২ লাখ ৭৪ হাজার সরকারি কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এবং রাজ্যজুড়ে কমপক্ষে ১,৭১,০০০ পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলট, কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা, বিধানসভার স্পিকার ও কংগ্রেস নেতা সি পি জোশী, রাজসমন্দের সাংসদ ও বিজেপি নেতা দিয়া কুমারী এবং জয়পুর (গ্রামীণ) সাংসদ রাজ্যবর্ধন রাঠোর, রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পার্টির প্রধান ও বিশিষ্ট জাট নেতা হনুমান বেনিওয়ালের মতো বিশিষ্ট নেতাদের ভাগ্যে রয়েছে। আজ ব্যালট বাক্সে সিল করে দেওয়া হবে। সিকারের ফতেহপুর শেখাওয়াতি থেকে পাথর ছোড়ার কয়েকটি ছোট খাটো ঘটনা ছাড়া আজ ভোট গ্রহণ তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। এছাড়াও পালি জেলায় বিজেপির এক পোলিং এজেন্টের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। শান্তি লাল নামে ওই ব্যক্তি সুমেরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৭ নম্বর বুথের পোলিং এজেন্ট ছিলেন। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী গেহলট, যিনি আগামী পাঁচ বছরের জন্য ওয়েলফারিজমকে তার টেমপ্লেট হিসাবে ব্যবহার করে এন্টি-ইনকাম্বেন্সির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তিনি ২০০ সদস্যের বিধানসভায় ১৫৬ টি আসনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তিনি রাজস্থানে প্রতি পাঁচ বছরে সরকার পরিবর্তনের ঘূর্ণায়মান দ্বার নীতি ভঙ্গ করার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি এদিন বলেন, 'আমরা জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছি। আবার কংগ্রেস সরকার গঠন করা হবে। কে কী বলবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না'। তাঁর আসন সর্দারপুরায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৬১.৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। টঙ্ক থেকে লড়াই করা পাইলট বলেন, আজ পরিস্থিতি ভিন্ন। আমরা কাজ করেছি এবং আমাদের অনেক কিছু দেখানোর আছে। এবং জনগণও জানে যেহেতু বিজেপি ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে, তারা জানে মুদ্রাস্ফীতির হার কী এবং কর্মসংস্থানের অবস্থা কী। সুতরাং মানুষ বিরক্ত এবং কংগ্রেসের জয়ের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

লোকপালের নির্দেশে মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল সিবিআই

আপনজন ডেস্ক: লোকপালের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সংসদে প্রশ্ন তোলার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে মৈত্রের বিরুদ্ধে লোকপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। দুবে মৈত্রের বিরুদ্ধে আর্থিক লাভের জন্য জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করার ও অভিযোগ করেছিলেন।

লোকসভার এথিক্স কমিটিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখছে। সিবিআই একটি প্রাথমিক তদন্ত নথিভুক্ত করেছে যা অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের যোগ্য কিনা তা নিশ্চিত করার প্রথম পদক্ষেপ। এথিক্স কমিটির তদন্ত চলাকালীন যদি পর্যাপ্ত প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সিবিআই এটিকে এফআইআরে রূপান্তর করতে পারে।

মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ থাকবে কিনা সেটা নির্ধারিত হবে শীতকালীন অধিবেশনে। তবে এবার সংসদে নগদ দিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগের তদন্তে নামল সিবিআই । লোকপালের নির্দেশেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই প্রাথমিক তদন্ত শুরু করল বলে সূত্রের খবর। ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির

নির্দেশে উপহারের বিনিময়ে আদানি গ্রুপ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টার্গেট করে লোকসভায় প্রশ্ন করার জন্য মৈত্রকে অভিযুক্ত করেছিলেন দুবে। মৈত্র কোনও অন্যায়ের কথা অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে আদানি গ্রুপের চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করায় তাকে টার্গেট করা হচ্ছে। শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রশ্ন তোলার জন্য ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানির সঙ্গে নিজের সংসদ লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড শেয়ার করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে জানিয়েছেন, দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তিনি লোকপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখন তদন্তে যা জানা যাচ্ছে তা সিবিআই এবং লোকপালের আওতাধীন।

এই বিষয়ে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এটি বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

DANBIR ACADEMY

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১৮ সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১১ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

স্থায়ী যুদ্ধ বন্ধ

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধকে গণ্য করা হয় কালো অধ্যায় হিসাবে। যুদ্ধের প্রকৃতিই এমন, একবার শুরু হইলে তাহা আর বন্ধ হইতে চাহে না। সহনশীলতা বলিয়া যে একটি শব্দ রহিয়াছে, তাহা যেন ভুলিয়াই যায় পক্ষগুলি। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে গত ৭ অক্টোবর যখন ইসরাইল-হামাস সংঘাতের খবর শোনা গেল, তখনই পরিষ্কার হইয়া যায়, রণাঙ্গনের আগুনে ভস্মীভূত হইতে হইবে ফিলিস্তিনের গাজাকে। এই যুদ্ধ এখন পর্যন্ত উভয় পক্ষের প্রায় ২০ হাজার মানুষের প্রাণ কাড়িয়াছে। উভয় পক্ষের অনমনীয় আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছিল, এই সংঘাতও ইউক্রেন যুদ্ধের পথ ধরিতে চলিয়াছে। তবে সুসংবাদ হইল, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হইয়াছে উভয় পক্ষ। কাতার, যুক্তরাষ্ট্রও মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হইয়াছে ইসরাইল ও হামাস। গাজা তথা ফিলিস্তিনের ভাগ্যই এমন যে, এইখানে বিপদ কখনোই একা আসে না–সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে নূতন নূতন দুঃসংবাদ। এই কথা বলার কারণ, যুদ্ধ বন্ধ হইবার চুক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা মাত্র চার দিনের জন্য!

সাম্প্রতিক বত্সরগুলির সংঘাত-হানাহানি যেন লিওন ত্রোস্কির ভবিষ্যদ্বাণীকেই বারবার স্মরণ করাইয়া দেয়–'আপনি যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী না হইতে পারেন, কিন্তু যুদ্ধ আপনার প্রতি আগ্রহী।' বর্তমান বিশ্বে ইহাই কি যুদ্ধের বাস্তবচিত্র নহে? যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার অবস্থা মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই কী মারাত্মক পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! গাজা হইয়া উঠিয়াছে 'শিশুদের কবরস্থান'। হাসপাতালগুলির অবস্থাই-বা কী? 'যুদ্ধকালীন একটি হাসপাতালের চিত্র মানুষকে দেখায়, যুদ্ধ আসলে কী'–এরিখ মারিয়া রিমার্কের এই কথা যেন বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। মর্মে উপলব্ধি হইতেছে ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের কথাও–'শান্তির সময় পুত্র পিতাকে সমাধিস্থ করে, কিন্তু যুদ্ধের সময় পিতা পুত্রকে।' গণমাধ্যমের খবরে আমরা দেখিয়াছি, গাজার পিতামাতারা সন্তানের হাতে-পায়ে তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতেছিলেন, যাহাতে খারাপ কিছু ঘটিলে ঐ নাম দেখিয়া তাহাদের শনাক্ত করা যায়। কী মর্মান্তিক দৃশ্য! এই সকল বিষয় ছুঁইয়া গিয়াছে খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকেও। এক লেখায় তিনি বলিয়াছেন, 'অনেকের ন্যায় হৃদয় ভাঙিয়া যাইতেছে আমারও।'

প্রশ্ন হইল, চার দিনের জন্য যুদ্ধবিরতির পর কী ঘটিবে? অতি স্বল্প সময়ের এই যুদ্ধবিরতি কি গাজাবাসীর মন থেকে ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা দূর করিতে পারিবে? অবশ্যই নয়। কারণ, ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট ইতিমধ্যেই হুংকার দিয়াছেন, 'যুদ্ধবিরতি শেষে আবারও হামলা চালানো হইবে গাজায়'। ইসরাইলি সেনাদের উদ্দেশে তিনি বলিয়াছেন, 'বিরতির সময় সংঘটিত হইয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি লইতে হইবে।' গ্যালান্ট হুঁশিয়ারি করিয়াছেন, 'এই সংঘাত চলিতে পারে আরো অন্তত দুই মাস।' যুদ্ধ-কবলিত যে কোনো জাতির জন্যই এই এমন সংবাদ ঘাড়ের ওপর যমদূতের নিঃশ্বাসের ন্যায়।

গাজার যুদ্ধ আরো চলিবে–ইহাই কী বাক্যের শেষ অংশ তথা চূড়ান্ত কথা? রক্তের এই হলিখেলা বন্ধে আর কোনো রাস্তা কি খোলা নাই? 'আমরা জানি কীভাবে যুদ্ধ জয় করিতে হয়; তাই এখন আমাদের জানিতে হইবে কীভাবে শান্তি জয় করিতে হয়'–বিশ্বনেতৃত্ব কি সত্যিই ভুলিয়া গিয়াছে স্টিফেন অ্যামব্রোসের এই কথা? বাস্তবতা হইল, আধুনিক সভ্যতায় বাস করিয়া আমরা যতটা না শান্তির সন্ধান করিয়াছি, তাহার চাইতে অধিক ব্যয় সময় ব্যয় করিয়াছি যুদ্ধের কলাকৌশল রপ্ত করিবার কাজে। তথাকথিত সভ্যতার পতন ঘটিবে এই একটিমাত্র কারণেই। যুদ্ধবাজ শক্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে মহান দার্শনিক সক্রেটিসের আহ্বান–'কঠিন যুদ্ধেও সবার প্রতি দয়ালু হও।' আলবার্ট আইনস্টাইন বলিয়াছেন, 'জোর করিয়া শান্তি রক্ষা করা যায় না, তাহার জন্য লাগে সমঝোতা এবং একতা।' সুতরাং বিশ্বনেতৃবৃন্দকে জুতসই এবং চূড়ান্ত সমঝোতার রাস্তা ধরিয়া আগাইতে হইবে। স্বল্পমেয়াদি এই যুদ্ধবিরতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াই চিরদিনের জন্য সংঘাত বন্ধের পথের সন্ধান করিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • • •

রাজস্থানে নির্বাচন: ৩০ বছরের প্রথা কি এবার ভাঙবে

রাজস্থানে বিধানসভার নির্বাচন শনিবার সম্পন্ন হয়েছে। ২০০ আসনের এই রাজ্যের বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯টিতে ভোট হচ্ছে। শনিবার সকাল সাতটায় শুরু হওয়া এই ভোট ঠিক করে দেবে, দীর্ঘ তিন দশকের প্রথা মেনে এবারও রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটবে কি না। উত্তর ভারতের গো-বলয়ের এই রাজ্যের শাসনভার বিজেপি ও কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে চলেছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্যের জনগণ শাসক পাল্টে দিয়েছে। ১৯৯৩ সালে রাজ্য শাসন করত বিজেপি, ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পরের প্রতি পাঁচ বছরে সেই রাজনৈতিক চরিত্রের বদল ঘটেছে। সেই প্রথা এবারও মানা হলে কংগ্রেসের পুনরায় ক্ষমতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।**

রাজস্থানে বিধানসভার ভোট শনিবার সম্পন্ন হয়েছে। ২০০ আসনের এই রাজ্যের বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯টিতে ভোট হচ্ছে। শনিবার সকাল সাতটায় শুরু হওয়া এই ভোট ঠিক করে দেবে, দীর্ঘ তিন দশকের প্রথা মেনে এবারও রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটবে কি না। উত্তর ভারতের গো-বলয়ের এই রাজ্যের শাসনভার বিজেপি ও কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে চলেছে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্যের জনগণ শাসক পাল্টে দিয়েছে। ১৯৯৩ সালে রাজ্য শাসন করত বিজেপি, ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পরের প্রতি পাঁচ বছরে সেই রাজনৈতিক চরিত্রের বদল ঘটেছে। সেই প্রথা এবারও মানা হলে কংগ্রেসের পুনরায় ক্ষমতা ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রথা অটুট রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথসহ বিজেপির সব বড় নেতা দিনরাত এক করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের 'ব্যর্থতার' চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'মুসলমান তুষ্টিকরণ'-এর অভিযোগ। সেই সঙ্গে 'দুর্নীতি' প্রসঙ্গ।

পাল্টা অশোক গেহলট হাতিয়ার করেছেন তাঁর পাঁচ বছরের 'সুশাসন' ও বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। কীভাবে তিনি তাঁর শাসনকালে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণা ও কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেছেন, গরিব মানুষের হাতে সরাসরি অর্থের জোগান দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতি সচল রাখতে চেয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছেন, সেসবই তুলে ধরছেন বড় করে। ফলে এই প্রথম এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, ৩০ বছরের প্রথা এবার প্রথমবারের মতো ভেঙে গেলেও যেতে পারে।

এ ধারণা বা রাজনৈতিক জল্পনার সম্ভাব্য কারণ রাজ্য বিজেপির অবিসংবাদিত নেত্রী বসুন্ধরা রাজের 'অসন্তোষ'। বিজেপিতে রাজ্য স্তরের যে তিন নেতা-নেত্রী মোদি-শাহ জমানায় এখনো তাঁদের 'স্বকীয়তা' বজায় রেখে চলেছেন, অন্যভাবে বলতে গেলে, মোদি-শাহর 'অন্ধ অনুগামী' হয়ে ওঠেননি, বসুন্ধরা রাজে তাঁদের একজন। অন্য দুজন হলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও ছত্তিশগড়ের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং।

এবার ভোটে বিজেপি এই তিনজনকেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তিনজনের একজনকেও সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সামনে রেখে বিজেপি প্রচার চালায়নি। বরং রাজনৈতিক বার্তাটা এমন, ক্ষমতায় এলে তিন রাজ্যেই বিজেপি নতুন মুখকে দায়িত্ব দেবে।

অথচ বিজেপির বসুন্ধরা রাজে ও কংগ্রেসের অশোক গেহলট ২৫ বছর ধরে পালা করে রাজস্থান শাসন করে আসছেন। গেহলট মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তিনবার, বুসন্ধরা দুবার। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সেভাবে কব্জে না পেয়ে বেশ খানিকটা অসম্মানিত বোধ করে তিনি অনেক দিন স্বেচ্ছাবন্দী ছিলেন।

কতটা কাজ হবে আজ শনিবার জনতা তা বুঝিয়ে দেবেন। ভোটের আগে বিজেপি মহলে এই বার্তা

বিজেপিতে এই দোলাচলের মতো কংগ্রেসে বড় প্রশ্ন, এত দিন ধরে গেহলটের 'বিরোধিতা' করে আসা

গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে হাওয়া দিতে কয়েক দিন ধরে বিজেপি চেষ্টা চালাচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রীই প্রতিটি জনসভায়

প্রথা অটুট রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথসহ বিজেপির সব বড় নেতা দিনরাত এক করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের 'ব্যর্থতার' চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে 'মুসলমান তুষ্টিকরণ'-এর অভিযোগ। সেই সঙ্গে 'দুর্নীতি' প্রসঙ্গ।
পাল্টা অশোক গেহলট হাতিয়ার করেছেন তাঁর পাঁচ বছরের 'সুশাসন' ও বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। কীভাবে তিনি তাঁর শাসনকালে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণা ও কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেছেন, গরিব মানুষের হাতে সরাসরি অর্থের জোগান দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়ে অর্থনীতি সচল রাখতে চেয়েছেন, মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছেন, সেসবই তুলে ধরছেন বড় করে। ফলে এই প্রথম এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, ৩০ বছরের প্রথা এবার প্রথমবারের মতো ভেঙে গেলেও যেতে পারে।

অবশ্য শেষবেলায় বিজেপি তাঁকে ও তাঁর সমর্থকদের টিকিট দিয়ে মানভঞ্জনের চেষ্টা করেছে। এতে

স্পষ্ট, প্রথা মেনে ক্ষমতার হাতবদল হলে রাজধানী জয়পুরের কুর্সিতে এবার বসুন্ধরাকে দেখা যাবে না।

তরুণ কংগ্রেস নেতা শচিন পাইলট দলকে জেতাতে কতটা মরিয়া হবেন। কংগ্রেসের এই চিরায়ত

বলেছেন, শচিনের প্রয়াত পিতা রাজেশ পাইলটের সঙ্গে গান্ধী পরিবার সুবিচার করেনি। বাবার 'দোষের' সাজা তারা এখন ছেলেকে দিচ্ছে। শচিন পাইলটকে তাঁর প্রাপ্য গুরুত্ব গান্ধীরা দিচ্ছেন না।

রাজস্থানের ভোটে বরাবর দেখা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছেন।

গতবারও কংগ্রেসকে শক্তি জুগিয়ে ক্ষমতায় আনতে মায়াবতীর বিএসপির ছয়জন ও অন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। এই রাজ্যে ২০০ আসনের মধ্যে (একটিতে ভোট হচ্ছে না কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে) বরাবর কমবেশি ২০টি আসন স্বতন্ত্র অথবা ছোট দলের জিম্মায় থাকে। এবার সেই আসনগুলোর বড় দাবিদার হতে চলেছে আদিবাসী সমাজ। এ সমাজে এত দিন কংগ্রেসের প্রভাব ছিল বেশি। গত ভোটেও ২৫টি তফসিল উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস পেয়েছিল ১২টি, বিজেপি ৯টি। এবার আদিবাসীদের নিজস্ব দল 'ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টি'র ধারণা, তারা অন্তত ১০টি আসনে জিতবে। তেমন হলে সরকার গঠনে তারা বড় ভূমিকা নেবে।

রাজ্যে ২০০ আসনের মধ্যে ৫৪টিতে কংগ্রেস ২০০৮ সাল থেকে জিততে পারেনি। বিজেপি পারেনি ১৯টি আসনে কখনো জিততে। এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হলো কংগ্রেস সব সময় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির চেয়ে সামান্য কিছু বেশি আসন পেয়ে। তুলনায় বিজেপির আসন ব্যবধান থেকেছে সব সময় বেশি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, গোটা রাজ্যে প্রায় ৫০টি এমন আসন রয়েছে, যেখানে গতবার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে সামান্য ব্যবধানে।

প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা বা জরিপে বিজেপির এগিয়ে থাকার কারণ যেমন পালাবদলের ঐতিহাসিক প্রথা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আকর্ষণ, তেমনই গেহলটের জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প।

তাঁর প্রচলিত স্বাস্থ্যবিমা, সরকারি কর্মীদের পুরোনো পেনশন প্রথা চালু, নারী ও বেকারদের মাসিক ভাতা এবং সস্তায় রান্নার গ্যাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত জনমনে বিপুল সাড়া ফেলেছে।

জনতা বুঝে গেছে, কংগ্রেস জিতলে গেহলটই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। অতএব প্রকল্প রূপায়ণ সহজ হবে। হারলে সত্তোরর্ধ অশোক গেহলটের রাজনৈতিক ইনিংস শেষ।

অন্যদিকে বিজেপি জিতলে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বসুন্ধরা যে মুখ্যমন্ত্রী হবেন না, তা-ও মোটামুটি স্পষ্ট। তেমন হলে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়েও মোদি-শাহ অনুগতদের রাজত্ব শুরু হবে। শেষ হবে বিজেপিতে বাজপেয়ী-আদবানির অনুগামীদের দিন।

সৌ: প্র: আ:

গাজায় যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিতে হবে বাইডেনকে

রোয়ি কিবরিক

জিম্মি মুক্তি ও সাময়িক যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে গাজায় যুদ্ধ পরিস্থিতি নতুন একটি পর্বে উন্নীত হতে যাচ্ছে। চার দিনের এই বিরতিতে কয়েক ডজন জিম্মি মুক্তি পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই বিরতি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনে একটি স্থিতিশীল ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগও বটে। আমরা একটা সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছি। সামনে বিকল্প এখন দুটি। হয় পৌনঃপুনিক দ্বন্দ্ব বা স্থায়ী সমাধান।

৭ অক্টোবর হামাসের রক্তক্ষয়ী আক্রমণ অনেকের জোরালো বিশ্বাসে সজোরে আঘাত করেছে। এই হামলা ফিলিস্তিন ইস্যুকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে বিরোধ সহজেই নিরসন সম্ভব এই ধারণার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের দাবিকে অগ্রাহ্য করেও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইসরায়েলের একীভূত হওয়া সম্ভব এই বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করেছে। ইসরায়েলি সমাজই এখন বুঝতে পারছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনা কোনো কাজে আসেনি। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।

একই সঙ্গে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে আগ্রহী কয়েকটি দেশ স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর পেছনে কিছু কারণও ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ২০২৪ সালে নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

স্থিতিশীলতা ও স্বল্পমূল্যে জ্বালানি সুবিধা পেতে দেশ দুটি ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এদিকে আরব বিশ্বেও নেতৃত্ব নানা রকম অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাদের কাছে ফিলিস্তিন অঞ্চল শান্ত থাকাই যথেষ্ট। হামাসও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে খুশির সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছে। তারা কূটনৈতিক এমন কোনো আলোচনায় যেতে চায় না, যাতে করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বৈধতা পায় কিংবা মধ্যমপন্থী রাজনীতিকেরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ, এতে তাদের শক্তি-সামর্থ্য কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

নেতানিয়াহুও কোনো টেকসই সমাধান চান না। কারণ, সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে নেতানিয়াহুর জোট সরকার দুর্বল হয়ে পড়বে, সরকার টিকিয়ে রাখাও তাঁর জন্য কঠিন হয়ে উঠবে। তিনি ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চরমপন্থী ও বসতি স্থাপনের পক্ষে থাকা লোকজনের সমর্থনের ওপর নির্ভর করছেন। এই অংশটি ফিলিস্তিন ইস্যুতে একচুলও ছাড় দিতে রাজি নয়। তারা হামাসকে সম্পদ মনে করে। কারণ, হামাস থাকলে শান্তিপ্রক্রিয়ার কথা উঠবে না।

দুই পক্ষই আদতে চায় মোটামুটি তীব্রতার দ্বন্দ্ব সংঘাত ও এর সমাধানে ভঙ্গুর ব্যবস্থা জারি রাখতে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে আইডিএফ দীর্ঘ সময় গাজায় অবস্থান করার সুযোগ পাবে এবং হামাসের বিরুদ্ধেও তাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। এই সংঘাত গাজা উপত্যকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। ক্রমেই সাধারণ মানুষ এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠবে। এ নিয়ে খবরের

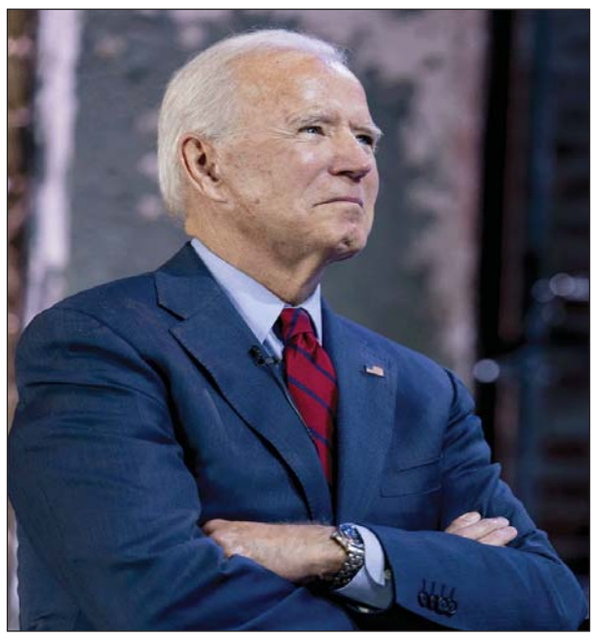

কাগজগুলোয় আর হইচই করবে না এবং বিশ্বের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে। এ অবস্থা চালু থাকবে যত দিন না গাজা, পশ্চিম তীর ও লেবাননে আরও বৃহৎ কোনো অভ্যুত্থান ঘটছে। ইসরায়েলি সরকার এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যদি কোনো অর্থবহ পরিবর্তনে আগ্রহী না হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই বিরোধের স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে হবে। উদ্দেশ্য বলতে বোঝাতে চাইছি, দুই দেশভিত্তিক সমাধান, আরব শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো এবং কত দিনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তা পরিষ্কার করা। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে (ইউএনএসসি) সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে এই কাজ শুরু করা যায়। এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে যে উত্তেজনা, তা নিরসনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো আরব বিশ্বের কোনো প্রতিনিধি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। যদি এই বিকল্প না এগোয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এবং আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বড় রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ে জো বাইডেন নেতৃত্ব দিতে পারেন। তাঁর এ উদ্যোগ হতে পারে একটি বিস্তারিত কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ। এতে করে এমন একটা ধারণা তৈরি হবে যে এই উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। গাজা এবং পশ্চিম তীরের হিসাব-নিকাশ এতে বদলে যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা ইসরায়েল যেভাবে ভূমি দখল করে চলেছে তার রাশ টেনে ধরবে। পাশাপাশি হামাসের বিপক্ষে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকেও শক্তিশালী করে তুলবে। উপরন্তু, বাইডেনের নির্বাচনী ভবিষ্যৎও এতে উজ্জ্বল হতে পারে। গাজায় ইসরায়েলি অভিযানের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তা খুইয়েছেন, তা ফেরত পেতে এই উদ্যোগ তাঁকে সাহায্য করবে।

উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা–এ নিয়ে যখন আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি নিতে পারে। সেটা হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও ফিলিস্তিনিদের একটি অন্তর্বর্তীকালীন যৌথ সরকার গঠন। আরব ও পশ্চিমাদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে আইডিএফকে সরিয়ে দিতে পারে। ইউরোপীয় ও আরব দেশগুলোও গাজার অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে, যাকে বাইডেন বলছেন পুনরুজ্জীবিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। চলমান সংঘাত মোকাবিলায় জোড়াতালির ব্যবস্থাপনা চলতে দেওয়ার নীতি অব্যাহত রাখলে কেউই অর্থসহায়তা দিতে আগ্রহী হবে না।

কারণ, তাদের মনে এই শঙ্কা থাকবে যে কয়েক বছর পর আবারও এখানে যুদ্ধ হবে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি যোগ্য নেতৃত্বের অভাব থাকার অর্থ হলো শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব বাইডেন ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। বাইডেনকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইংরেজি থেকে অনূদিত এই নিবন্ধটি গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত। রোয়ি কিরবিক মিটভিম দ্য ইসরায়েলি ইনস্টিটিউট ফর রিজিওনাল ফরেন পলিসির পরিচালক।

প্রথম নজর

জিকিউ ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন ফিলিস্তিনি চিত্র সাংবাদিক

আপনজন ডেস্ক: জিকিউ ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা পুরস্কার পেয়েছেন ফিলিস্তিনের তরুণ চিত্র সাংবাদিক মোতাজ আজাইজা।
ইসরাইল-হামাস যুদ্ধে গাজার বিধ্বস্ত পরিস্থিতি ক্যামেরাবন্দী করায় তাকে বর্ষসেরা পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ফটোসাংবাদিকতার মাধ্যমে গাজার জনগণসহ গোটা বিশ্বের জন্য আশার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।
আজাইজারের কাজ ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজমের শক্তিকে প্রকাশ করে। একইসাথে তার এই সাহসিকতা মানবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক হিসেবে বরণীয় হয়ে থাকবে। এর মাধ্যমে সাহসিকতার ভিন্ন মাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে।'
অক্টোবরের আগে আজাইজার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে মাত্র কয়েক হাজার ফলোয়ার ছিল। এখন তিনি এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিশ্বকে গাজার বাস্তবতা দেখিয়ে চলেছেন। মোতাজ লাখ লাখ ফলোয়ারকে ফটোর মাধ্যমে বাস্তবতা দেখিয়ে চলেছেন। তারা এসব ছবি দেখে আর হামাসের জন্য দোয়া করে। তিনি যা ধারণ করেছেন, তা আমাদেরকে বন্দী করেছে এবং আমাদের বাকিদের বিরোধিতার মুখে সাহসী হতে সাহায্য করেছে।

মৃতদের সম্পদ থেকে গোপনে লাভবান ব্রিটিশ রাজা: দ্য গার্ডিয়ান

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ব্রিটেনের রাজা চার্লস মৃত নাগরিকদের সম্পদ থেকে গোপনে লাভবান হচ্ছেন।
গার্ডিয়ান বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে জানায়, জমি ও সম্পত্তির বিতর্কিত এস্টেট ডাচি অব ল্যাঙ্কাস্টার রাজা তৃতীয় চার্লসের জন্য প্রচুর মুনাফা তৈরি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করেছে।
দৈনিকটি ব্যাখ্যা করেছে, 'বোনা ভ্যাকান্টিয়া' নামে পরিচিত সম্পদ সংগ্রহ করেছে ডাচি।
এটি এমন লোকদের সম্পদ, যারা কোনো সিদ্ধান্ত বা সম্ভাব্য উত্তরসূরি ছাড়াই মারা গেছেন।
দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, গত ১০ বছরে এস্টেটের সম্পদের মুনাফা ৬০ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছেছে। প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, 'ডাচি মূলত এমন লোকদের কাছ থেকে বোনা ভ্যাকান্টিয়া তহবিল উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, যাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানা মধ্যযুগে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি প্যালাটাইন নামে পরিচিত অঞ্চলে ছিল এবং একজন ডিউক সে অঞ্চল শাসন করেছিলেন।'
একই সূত্র অনুসারে, রাজা চার্লস তার প্রয়াত মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পর এই বছর ২৬ মিলিয়ন পাউন্ড পেয়েছেন।
এদিকে চার্লসকে উত্তরসূরি রেখে ৯৬ বছর বয়সে জনপ্রিয় রানি এলিজাবেথের গত বছর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠানটি অনির্বাচিত নেতাদের ভর্তুকি দিতে জনসাধারণের অর্থ ব্যবহার করে অপ্রচলিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্রমবর্ধমান তদন্ত ও সমালোচনার মধ্যে পড়েছে।

ট্রিলিয়ন ডলারের হালাল বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়তে চায় ফিলিপাইন

আপনজন ডেস্ক: হালাল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র গড়তে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে ক্যাথলিক খ্রিস্টানপ্রধান দেশ ফিলিপাইন। এ জন্য মুসলিমদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে দেশটির শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ। গত ২২ নভেম্বর দেশটির রাজধানী ম্যানিলায় ইনভেস্ট ফিলিপাইন সপ্তাহের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত ফিলিপাইন হালাল ইকোনমি ফেস্টিভালে এ আহ্বান জানানো হয়। দেশটি আন্তর্জাতিক হালাল শিল্পের এশিয়া-প্যাসিফিক হাব হিসাবে সাত হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়তে কাজ করছে।
এরই মধ্যে হালাল বাণিজ্য ও বিনিয়োগে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চার বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে বিদেশি কম্পজলের জন্য নতুন আইন অনুমোদন দেয় দেশটির সংসদ।
ফিলিপাইনের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব আলফ্রেডো পাসকুয়াল বলেন, 'সরকার হালাল খাতে ১২ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে চাইছে। সংশোধিত আইনের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের মুসলিম বিনিয়োগকারীরা সুযোগ পাবে। আমরা তাদের ফিলিপাইনে হালাল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
সংশোধিত একটি আইন হলো, বিদেশি বিনিয়োগ আইন; যার মাধ্যমে বাইরের নাগরিকরা ফিলিপাইনে ব্যবসা করার বা দেশীয় কম্পজলতে বিনিয়োগের অনুমোদন পায়। তা ছাড়া খুচরা বাণিজ্য উদারীকরণ আইনও সংশোধন করা হয়। এর মাধ্যমে ফিলিপাইনে দোকান স্থাপনে বিদেশি খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধনের সর্বোচ্চ সীমা কমানো হয়েছে। ফলে দেশে ছোট বিদেশি ব্যবসা খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্য অনুসারে, ফিলিপাইনের বর্তমান জনসংখ্যা ১১ কোটি ৭৩ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬৮ জন। এর মধ্যে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৭০ লাখ মুসলিম বসবাস করে, যাদের বেশির ভাগই দেশটির দক্ষিণে মিন্দানাও দ্বীপ, সুলু দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য পশ্চিম প্রদেশ পালাওয়ানে বাস করে।

যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিনে ৪২ ফিলিস্তিনি বন্দির বিনিময়ে মুক্তি পাবে ১৪ জিম্মি

আপনজন ডেস্ক: হামাস ইসরায়েলের মধ্যে চলা চারদিনের যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিন আজ। শর্ত অনুযায়ী, শনিবার ৪২ ফিলিস্তিনি বন্দির বিনিময়ে হামাস তাদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকা ১৪ ইসরায়েলিকে মুক্তি দেবে।
শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) থাই নাগরিক এবং ইসরায়েলিসহ গাজায় আটক ২৫ জন জিম্মিকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয় হামাস। একইসঙ্গে ওইদিন ইসরায়েলের হেফাজতে থাকা ৩৯ ফিলিস্তিনি বন্দিও মুক্তি পেয়েছে।
এদিকে চার দিনের যুদ্ধবিরতি শেষে ফিলিস্তিনের গাজায় ফের হামলা শুরু করবে দখলদার ইসরায়েল।
বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এ ঘোষণা দেন।
তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের বিরতি শেষ হলে আরো অন্তত দুই মাস হামাসের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যাবে ইসরায়েলের বাহিনী। সেজন্য এ বিরতিতে সেনাদের প্রস্তুতি নিতে, তদন্ত করতে, আরো অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।
গত ৭ অক্টোবর গাজার সীমান্ত সংলগ্ন ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের নজিরবিহীন হামলায় ১২০০ ইসরায়েলি নিহত হয়েছে বলে দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ সময় হামাস ইসরায়েল থেকে প্রায় ২৪০ জনকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে যায়। এসব জিম্মিকে ইসরায়েলের সঙ্গে দরকষাকষিতে ব্যবহার করছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটি।
হামাসের হামলার পরপর ওই দিন থেকেই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ব্যাপক ও ভয়াবহ হামলা শুরু করে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। ৪৮ দিন ধরে তাদের অবিরাম হামলায় গাজার সাড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা নিহত হয়।
কাতারের মধ্যস্থতায় ৪৮ দিন পর তারা হামলা থামিয়ে যুদ্ধে চার দিনের 'মানবিক' বিরতি দিতে রাজি হয়। এই যুদ্ধবিরতির চার দিনে হামাস অন্তত ৫০ জন ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে, বিনিময়ে ইসরায়েল তাদের কারাগারে বন্দি অন্তত ১৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে এবং গাজায় ত্রাণবাহী ২০০ ট্রাকের পাশাপাশি এক লাখ ৪০ হাজার লিটার জ্বালানি ও গ্যাস ভর্তি অন্তত চারটি লরি প্রবেশের অনুমোদন দেবে বলে সমঝোতা হয়।
শুক্রবার গাজার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে বহু কাঙ্খিত যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। এদিন বন্দি বিনিময়ের পাশাপাশি মিশর থেকে রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজায় প্রবেশ করা ১৩৭টি ট্রাক থেকে জরুরি ত্রাণ সরবরাহ খালাস করা হয়।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল গাজা পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে ভয়াবহ হামলা শুরু করার পর থেকে ভূখণ্ডটিতে প্রবেশ করা ত্রাণবাহী বৃহত্তম বহর বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। সরবরাহ করা এসব ত্রাণের মধ্যে জ্বালানি, খাবার ও ওষুধ প্রধান।
এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিন গাজায় আরো ত্রাণবাহী ট্রাকবহর প্রবেশ করবে: পাশাপাশি ১৪ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস, বিনিময়ে ইসরায়েলও ৪২ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে তাদের কারাগার থেকে মুক্তি দেবে।
কাতারের মধ্যস্থতার শর্ত অনুযায়ী প্রতিজন ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে তিনজন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে ইসরায়েল।

বাড়ছে হামাসের জনপ্রিয়তা, দুশ্চিন্তায় ইসরায়েল!

আপনজন ডেস্ক: বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো গণহত্যা, নির্যাতন ও দেশ দখলের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে নজিরবিহীন হামলা চালায় প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস। ওই দিন হামাস যোদ্ধাদের হামলায় প্রাণ হারায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি ও বিভিন্ন দেশের নাগরিক। এছাড়াও আরো ২৪০ জনের বেশি ব্যক্তিকে ইসরায়েল থেকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে আসেন হামাস যোদ্ধারা। হামাসের এই কর্মকাণ্ডে হতভম্ব হয়ে যায় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।
তবে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এরপর ২৮ অক্টোবর শুরু করে স্থলঅভিযান। ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংস হামলায় গাজায় ১৪ হাজার ৮০০'রও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়। এর মধ্যে ১০ হাজারের বেশি নারী ও শিশু। এছাড়াও ৩০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।
যুদ্ধের এই পর্যায়ে চারদিনের বিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল ও হামাস। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে এই যুদ্ধবিরতি শুরু হয়।
চুক্তির শর্তানুযায়ী, যুদ্ধবিরতির সময় গাজায় কোনো হামলা এবং কাউকে গ্রেফতার করবে না ইসরায়েলি বাহিনী। প্রতিদিন গাজায় ঢুকতে দেবে ২০০ ত্রাণবাহী ট্রাক। এর মধ্যে থাকবে চারটি গ্যাসের ট্রাক ও এক লাখ ৩০ হাজার লিটার জ্বালানি তেল। চিকিৎসা সরঞ্জামাদিও থাকবে এর আওতায়।
শুধু তাই নয়, ৫০ ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। আর ইসরায়েল কারাগার থেকে মুক্তি দেবে ১৫০ ফিলিস্তিনিকে। আর এই বিষয়টিতেই বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে ইসরায়েল। কারণ ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি মানেই হামাসের জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যাওয়া।
বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন গাল্ফ স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির অধ্যাপক বিশ্লেষক মাহজুব জাভেইরি।
তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির ঘটনায় হামাসের জনপ্রিয়তার বেড়েই চলেছে। আর এটি ইসরায়েলের জন্য সংকট ও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সংবাদমাধ্যম 'আল-জাজিরা'র সাথে সাক্ষাৎকারে জাভেইরি আরো বলেন, যে মুহূর্তে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি কারাগার থেকে বেরিয়েছে, যারা তাদের মুক্তির জন্য আলোচনা করেছে তারা প্রকৃতপক্ষে [গাজায়] 'ক্ষমতায়'র অধিকারী হয়ে গেছে।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের মুক্তির কারণেই হামাস বারবার ক্ষমতায় এসেছে। [গাজায় বন্দি প্রাক্তন ইসরায়েলি সৈনিক] গিলাদ শালিতের বিনিময়ে এক হাজার ১০০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আর এই এক হাজার ১০০ পরিবার বিশ্বাস করে- এর পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে হামাস।
তিনি উল্লেখ করেন, শুক্রবার যখন ফিলিস্তিনিদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিরা 'হামাসের পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিলেন'।
মাহজুব জাভেইরি বলেন, এই বন্দি বিনিময়ের কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) কোনও সুবিধা পাবে না।
তিনি বলেন, আরো ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে আরও ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তির বিষয়টি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্য মেনে নেওয়া কঠিন হবে। যাইহোক, তাদের কাছে আর কোনও বিকল্পও নেই। কারণ দিন শেষে টেবিলে এটিই একমাত্র কার্ড।

দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিদেশিরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ বাংলাদেশের সম্মিলিত নাগরিক সমাজের। সংগঠনটির নেতারা বলেন, 'আমাদের নির্বাচন আমরা করব। বাইরের কারও হস্তক্ষেপ এখানে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।' শনিবার ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে সম্মিলিত নাগরিক সমাজ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান মালালার

আপনজন ডেস্ক: গাজার মানুষের দুর্ভোগ বন্ধ করা এবং এই অবরুদ্ধ উপত্যকায় বোমা হামলা বন্ধ করতে পূর্ণ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন শান্তিতে নোবেল জয়ী মালালা ইউসুফজাই। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় পাকিস্তানের এই নারী শিক্ষা কর্মী জানান, গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির খবরে সেখানকার নারী ও শিশুদের জন্য কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।
পাকিস্তানে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তালেবানের হামলার শিকার হন মালালা। তবে সে যাত্রায় বেঁচে যাওয়ার পর বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি। পরবর্তীতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার তার জনপ্রিয়তা আরো বাড়িয়েছে।
তবে গাজার এই সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই বলেও জানান মালালা। কারণ আবারো সেখানে বোমা হামলা চালাবে ইসরায়েল।
সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মালালা বলেন, আগামীকাল প্রিয়জনের শোক নিয়েই গাজার শিশুরা আবারও জেগে উঠবে। আবারও খাদ্য ও জলের তীব্র সংকট দেখা দেবে। বাড়ি, রাস্তা এবং স্কুলে আবারও হামলার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠবে শিশুরা।
তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই তাদের পক্ষে কথা বলতে হবে।

বাসুবাটী দরবার শরীফের জলসা রংপুরে

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশের রংপুরের সাতানা বালুয়া দরবার শরীফ যার শাখা বাসুবাটী মেজ হুজুর দরবার শরীফের একটি অংশ। বাংলাদেশে প্রথমে পীর সৈয়দ শাহ খাজা মাজিদুল ইসলাম (রহ.) পদার্পণ করেছিলেন। এখান থেকে আজকে সাতটি খানকা স্থাপন হয়েছে। বৃহস্পতিবার খানকায় জলসা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন স্থানীয় এমপি, ওলামায়ে কেরামগণ ও পীরজাদা সৈয়দ মাওলানা তাফহিমুল ইসলাম আল কাদেরী আল হোসাইনী। শেষে দোয়া করেন গদ্দিনশীন বাসুবাটী দরবার শরীফের মাওলানা সৈয়দ আহসানুল ইসলাম কাদেরী।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

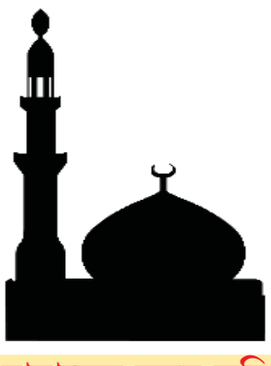

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩২	৫.৫৭
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

চিনের হাসপাতালগুলোতে শিশুদের উপচে পড়া ভিড়

আপনজন ডেস্ক: চিনের রাজধানী বেইজিং এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ লিয়াওনিংয়ের হাসপাতালগুলো 'রহস্যময়' নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ভিড় উপচে পড়ছে।
প্রতিদিন হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিতে আসছে গড়ে ৭ হাজার শিশু। বৃহস্পতিবার এই সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৩ হাজার, যা গত এক মাস আগে এই রোগটির প্রাদুর্ভাবের পর থেকে সর্বোচ্চ।
চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত বেতার সংবাদমাধ্যম চায়না ন্যাশনাল রেডিও নিশ্চিত করেছে এই তথ্য।
প্রতিদিন এত সংখ্যক অসুস্থ শিশু আসতে থাকায় চিকিত্সাসেবা দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের হাসপাতাল ও শিশু হাসপাতালগুলো।
চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ওয়েইবোতে পোস্ট করা ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন হাসপাতালের সামনে অসুস্থ শিশুদের নিয়ে অভিভাবকদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, অসুস্থ শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতাল লবি বা চত্বরের বাইরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। হাসপাতালগুলোর চাপ এড়াতে বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়েছে চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল হেলথ কমিশন।
বিবৃতিতে যেসব শিশু মৃদু উপসর্গে ভুগছে, তাদেরকে হাসপাতালের পরিবর্তে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ জানিয়েছে কমিশন।

পাকিস্তানে শপিংমলে আগুন, নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের করাচিতে একটি শপিংমলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঘটনাস্থলে এখনো আটকে আছেন বহু মানুষ।
জানা গেছে, শনিবার করাচির রশিদ মিনহাস রোডে একটি বহুতল শপিং মলে আগুন লাগে। করাচির মেয়র মুর্তজা ওয়াহাব তার এক্স(টুইটার) অ্যাকাউন্টে নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। মেয়র জানিয়েছেন, কেএমসি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে আহতদের নেওয়া হচ্ছে।

স্বজনদের ফিরে পেয়ে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: কাতারের মধ্যস্থতায় গাজায় চার দিনের যুদ্ধবিরতি চলছে। শর্ত অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি শুরুর প্রথম দিনে ৩৯ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। অন্যদিকে ১৩ জন ইসরায়েলিসহ মোট ২৪ জনকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। সেই সঙ্গে গাজায় সব ধরনের হামলা বন্ধ রাখা হয়েছে।
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ৫০ জিম্মিকে ছাড়বে হামাস, অন্যদিকে ১৫০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল।
ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়াদের মধ্যে একজন হলেন মারাহ বাকের। তিনি ২০১৫ সালে ১৬ বছর বয়সে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাকে জেরুজালেমে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আল-জাজিরাকে বলেন, কারাগারে থাকা অনেকের চিকিৎসা সেবা জরুরি। বন্দিদের সবাই কারাগারে চিকিৎসাসেবায় মারাত্মক অবহেলার শিকার হচ্ছেন।
আগামীর দিনগুলোর বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরে তিনি জানান, তিনি এখন পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে সময় কাটাতে চান এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইন নিয়ে পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিতে চান।
এদিকে, দীর্ঘ সময় পর ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁধ ভাঙা উল্লাসে মেতেছেন ফিলিস্তিনিরা। কেউ আতশবাজি ফুটাচ্ছেন, আবার কেউ অন্যকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের কান্না করছেন।

প্রথম নজর

বিশেষভাবে সক্ষমদের লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, বিশেষভাবে সক্ষমদের লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী। প্রায় দুই তিন বছর ধরে পড়ে রয়েছে বেহাল অবস্থায় হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী কিষাণ মান্ডিতে হুইল চেয়ার থেকে লাঠী শুরু বিশেষভাবে সক্ষমদের ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রিক বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে হুইল চেয়ার গুলি।এলাকাবাসী জানান বহুদিন ধরে এই এভাবে পড়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস এভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে যদিও প্রশাসনের নজর নেই এমনটাই অভিযোগ।অনেক জিনিসই পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে ও চুরি হচ্ছে। এই জিনিসগুলো বিশেষ যাদের দরকার তাদেরকে দেওয়া হোক এভাবে অবহেলায় ফেলে রেখে নষ্ট করার চেয়ে যাদের বিশেষ দরকার তাদের দেওয়া হোক।এই বিষয়ে হবিবপুর ব্লকের বিডিও অংশুমান দত্ত বলেন- আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি এবং দেখেছি বিষয়টি কেন এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়নি এবং ফেলে রাখা হয়েছে কি কারনে তা ক্ষতি দেখা হবে, খুব শীঘ্রই এইসব জিনিসের ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং কি কি রয়েছে এভাবে পড়ে তাও ঘুরে দেখা হয়েছে। যাদের দরকার তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে এইসব জিনিস গুলি।

কেশপুরে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি ইসি-র নির্দেশে

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কেশপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে 'ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন ইলেকশন বাই প্ল্যান্টেশন' পোশাকি নামে কেশপুর ব্লক জুড়ে হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। শনিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ কেশপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিডিও কৌশিশ রায়, জয়েন্ট বিডিও প্রসেনজিৎ নন্দী ও সৌমিক সিংহ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্ত গড়াই, কর্মাধ্যক্ষ সেখ তাজ মহম্মদ, কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা ,শেখ আব্দুল্লা সহ অন্যান্যরা।
পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নির্বাচনের বার্তা দিয়ে নতুন ভোটারদের উৎসাহিত করতে এই কর্মসূচি বলে জানা বিডিও অফিস সূত্রে জানা গেছে। এদিন ব্লক অফিস প্রাঙ্গণ ছাড়াও কেশপুর ব্লক জুড়ে চলেছে ১৬ টি বিদ্যালয় চত্বরে হয়েছে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

মহেশতলায় বিষধর সাপ

মহেশতলা ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের উলুডাঙ্গা নিমতলা এলাকার বাসিন্দা অলোক নস্করের বাড়ির বারান্দায় বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এরপর মহেশতলা থানায় খবর দেয়া হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বনদপ্তর আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সকালে এসে নিয়ে যায় বিষধর সাপ।
ছবি: নকিব উদ্দীন গাজী

সুতির কৃষক বাজার প্রাঙ্গণে জঙ্গলের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জঙ্গল আর ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি -২ ব্লকের কৃষক বাজার। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কিষান মান্ডি তৈরি করা হলেও খা খা করছে সেই মান্ডি। হচ্ছে না ধান কেনাবেচাও। নেই কোনো ব্যবসা বা দোকানপাট। কৃষক বাজার যেন পশু পাখি, শেয়াল, গরু ছাগলের বসবাসের জায়গা। শৌচালয় গুলো আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়েছে। জং ধরেছে প্রায় তালা, সাঁটারগুলোতে। বন্ধ লাইট সহ যাবতীয় পরিষেবা। কৃষক বাজারে সাপের আনাগোনা। সন্ধ্যা নামলেই ভূতের আতংক। বছরের পর বছর বেহাল হয়ে পড়ে থাকলেও হুস নেই ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। নজর নেই পঞ্চায়েত সমিতিরও। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কিষান মান্ডির সমস্ত ঘর দখল করে রেখেছে নেতারা। বারবার আবেদন করার পরেও কোন ব্যবসায়ী ঘর পাচ্ছেন না। কৃষক বাজার চালু হওয়ার পর সেগুলো বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই নেতারা দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ তাদের। বিডিও অফিস থেকে মাত্র ১০০ মিটারের মধ্যেই এই কৃষক বাজার জঙ্গল আর ডাস্টবিনে পরিণত হলেও হুস নেই পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তাদের। ধান কেনাবেচার কথা থাকলেও চাষীরা ঘুরে যাচ্ছেন। সরকারি ভাবে নেওয়া হচ্ছে না ধানও। একই ভাবে অকেজো হয়ে রয়েছে পাশেই থাকা কর্মতীর্থও। অবিলম্বে কৃষক বাজারের জঙ্গল পরিষ্কার করে পুনরায় চালু করার দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি কর্মতীর্থও চালু করার দাবি জানিয়েছেন তারা। এদিকে বিষয়টি নিয়ে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে কোনো প্রতিক্রিয়া না দিলেও মৌখিকভাবে সুতি -২ ব্লকের বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী জানান, ইতিমধ্যেই কৃষক বাজার পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ফার্মেসি কলেজের সূচনা নলেজ সিটিতে

বাইজিদ মণ্ডল ● আমতলা

আপনজন: শনিবার শিক্ষাবিদ আব্দুর রব এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মমতাজ বেগম ফার্মেসি কলেজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ফিতে কেটে এই ফার্মেসি কলেজের শুভ উদ্বোধন হয়। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভার সাংসদ শুভাশীষ চক্রবর্তী,নলেজ সিটির চেয়ারম্যান আব্দুর রব ,ডঃ মইনুল হাসান, ডা: সুব্রত ঘোষ,মেহবুবা বেগম,দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল সহ আরও অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক,শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী সহ গুণীজন রা। এদিন উদ্বোধন এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নলেজ সিটি বি এড কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রা নলেজ সিটির চেয়ারম্যান আব্দুর রব কে এমন মহৎ উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এবং রাজ্য সভার সাংসদ শুভাশীষ চক্রবর্তী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন হয় তাহলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সিউড়ি কলেজে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: শনিবার সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি দেশেরও নানান স্থানে বিভিন্ন নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। সেই সাথেই ১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত হবে।উল্লেখ্য ১৯৮১ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে লাতিন আমেরিকায় নারীদের এক সম্মেলনে উক্ত দিনটি ধার্য করা হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালনের।"নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করো- সম অধিকার নিশ্চিত করো"- এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আজ শনিবার জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষ ও সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ১৫ ব্যাটেলিয়ন এনসিসি র যৌথ উদ্যোগে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে। স্থানীয় কলেজের এনসিসি ১৫ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন এর ছাত্র-ছাত্রীরা শিবিরে অংশগ্রহণ করে।এদিন আলোচনা সভায় মূল বিষয়বস্তু ছিল মহিলাদের উপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার যাহাতে না হয় এবং কি কি ভাবে সেগুলো অবরোধ বা প্রতিরোধ করা যায়, সে সমন্ধে সচেতনত করা হয়।এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের সেক্রেটারি ও জজ সুপর্না রায়, এনসিসি ল্যাফটেনেন্ট ড. হেমন্ত সাহা, মেজোর রাম পাল, অধ্যাপিকা রিতা মুখ্যপাধ্যায়, পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক, অধ্যাপক সুশান্ত রাহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। একান্ত সাক্ষাৎকারে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের সেক্রেটারি সুপর্না রায়।

তোরণের জন্য কাটা হয়েছে রাস্তা, ঘুরপথে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু প্রসূতির

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: তোরণ তৈরীর জন্য কাটা হয়েছে রাস্তা, ঘুরপথে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরী, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু প্রসুতির, ক্ষোভ আত্মীয়দের । পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রাস্তার উপর তৈরী হচ্ছে পাকা তোরণ। আর তার জন্য রাস্তা কাটা রয়েছে বেশ কয়েকদিন। এই অবস্থায় এক প্রসুতিকে ঘুরপথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হল প্রসুতির। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়াল বাঁকুড়ার জয়পুরে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের ডান্ডে গ্রামে নিজের বাপের বাড়িতেই ছিলেন প্রসুতি তাপসী মন্ডল। সেখানেই গতকাল রাত থেকেই শারিরীক সমস্যা শুরু হয় তাপসী মন্ডলের। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো পরিবারের লোকজন তাঁকে ওষুধও দেন। কিন্তু তারপরও সমস্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় আজ ভোরে ওই প্রসুতিকে হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেন পরিবারের লোকজন। আজ সকালে প্রসুতিকে গাড়িতে চাপিয়ে প্রথমে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু রাস্তায় সমস্যা ব্যাপক আকার নিলে তড়িঘড়ি নিকটবর্তী জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন পরিবারের লোকজন। হাসপাতালে পৌঁছানোর কিছুটা আগেই নির্মীয়মাণ তোরণ তৈরীর জন্য রাস্তা কাটা থাকায় প্রায় তিন কিলোমিটার ঘুরপথে হাসপাতালে যেতে হয় রোগী ও রোগীর পরিজনদের। রোগীর পরিজনদের দাবী এই তিন কিলোমিটার ঘুরপথে হাসপাতালে যেতে তাঁদের প্রায় ৪০ মিনিট সময় নষ্ট হয়। আর তার জেরেই হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই প্রসুতির মৃত্যু হয়। মৃতার পরিবারের দাবী ঘুরপথে হাসপাতালে পৌঁছাতে না হলে আরো আগে প্রসুতিকে অক্সিজেন দেওয়া যেত। আর তেমনটা হলে প্রসুতির মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হত। স্বাভাবিক ভাবে এই ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রসুতির পরিবারের লোকজন। হাসপাতালে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় তোরণ তৈরীর জন্য কীভাবে দিনের পর দিন রাস্তা কাটা রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মৃতার পরিবার।

গ্রামে জ্বর ও ডায়ারিয়ার প্রকোপ, চরম আতঙ্কের মধ্যে গ্রামবাসীরা

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: রামপুরহাট ১ নং ব্লকের মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা গ্রামে গত বুধবার থেকে শুরু হয়েছে জ্বর ও ডায়রিয়ার প্রকোপ । গোটা গ্রাম জুড়ে এখন রয়েছে চরম আতঙ্ক। জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার রামপুরহাট গভারমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় মঙ্গল সোরেন(৭০) নামে এক ব্যক্তির। বর্তমানে গ্রামের প্রায় ১০ থেকে ১২ জন এখনো আক্রান্ত তাদের কাষ্ঠগড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে সেখানে কারোর অবস্থার অবনতি হলে তাকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পরে গোটা গ্রাম ভিজিট করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। এদিন মাশড়া পঞ্চায়েতের বটতলা গ্রামে পৌঁছান চিফ মেডিকেল অফিসার, হেলথ ল্যাব স্টাফ,ব্লক সেন্ট্রি ইন্সপেক্টর, বি পি সি আশা কর্মীরা, মেডিকেল অফিসার এবং পি এইচ এন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এ সকল কর্মীরা আক্রান্ত প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রামে ব্লিচিং ছড়িয়ে আসেন ।প্রতিটি পরিবারের লোককে কিভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং গ্রামের কুয়ো গুলিতে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেন।মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার পীযূষ মুরমু জানান ঘটনার জেরে গোটা গ্রামে সকলেই আতঙ্কিত রয়েছে। এখনো পর্যন্ত ১২ জন মতো আক্রান্ত হয়ে আছে এবং একজনের মৃত্যু ঘটেছে গ্রামে যাতে আর সে রকম ভাবে জ্বর বা ডায়রিয়া না ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যাপারে আমরাও সচেষ্ট রয়েছি, গ্রামবাসী দামু কিস্কু জানান আমরা আতঙ্কে বসবাস করছি। আমাদের গ্রামের মঙ্গল সরেন নামে এক জন ব্যক্তির কত বুধবারে মৃত্যু হয়েছে। বাকি বেশ কিছু মানুষ ভর্তি রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা এসেছেন তারা সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সকলেই সাবধানতা অবলম্বন করে চলছি।

শাসনে তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষা কর্মশালার প্রস্তুতি সভা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: শনিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ১৩ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখার যে জেলা মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার বিশেষ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল শাসন থানার আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসায়।
এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য যে কাজ পরিচালিত হচ্ছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সংগঠনের প্রতিটি সদস্য কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। মাদ্রাসায় সম্প্রীতির মেলবন্ধনে জাতপাতের উর্ধ্বে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে জানান একেএম ফারহাদ। এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব কুতুব আক্তার, নুরুল হক, মনিরুল ইসলাম মোল্লা, জাকির হোসেন, আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন সুপারিনটেন্ডেন্ট ইমান আলী,সুপারিনটেন্ডেন্ট আব্দুল হামিদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট আবুল কালাম, সুপারিনটেন্ডেন্ট নুরুল আমিন, রাহানা সিনিয়র মাদ্রাসার সিরাজুল হক, ভুরকুন্ডা মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রেজাউল হক, হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসার মনিরুল ইসলাম, জার্জিস হোসেন, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, কওসার আলী,মনিরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, আব্দুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, এটিএম ওলিউল্লাহ, মোহাম্মদ মিরাজউদ্দিন,হাফিজুল রহমান, সাবিনা খাতুন, মিজানুর ইসলাম, শেখ রেজাউল ইসলাম, মোফাজ্জল হক, আব্দুর রশিদ প্রমুখ।পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন শিক্ষক হাফেজ আশরাফ আলী।

ভিন রাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় কুমার মাইতি (৩২)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের কোস্জলের ছাড় এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটা ঘটে আসামের করিমগঞ্জ এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতে খবর আসে গ্রামের বাড়িতে। পরিবারের লোকজনেরা শুক্রবার সকালে করিমগঞ্জ এলাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ময়নাতদন্তের পর শনিবার সন্ধ্যায় তার দেহটি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছবে।
মৃতের বাবা সুভাষ মাইতি জানান, গরিবের সংসার। আমার তিন ছেলে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে। মেজ ছেলে সঞ্জয় মাইতি। তারা আসামের করিমগঞ্জ এলাকায় কাজে গিয়েছিল। সারাদিন কাজ সেরে আমার ছেলে সঞ্জয় সহ ৬ জন সহকর্মী বৃহস্পতিবার রাতে তাঁবুতে শুয়েছিল। সেই সময় একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁবুর উপর উঠে যায়। সহকর্মীরা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় আমার ছেলে সঞ্জয়কে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্লাস্টিক বস্তা কারখানায় ভয়াবহ আগুন

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত দেবীপুরের কাছে একটি প্লাস্টিকের বস্তা কারখানায় শনিবার আনুমানিক ছটার সময় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। কারখানার বস্তা রং করার স্থানে ওখানকার কর্মরত কর্মীরা আগুন দেখতে পেলে তাদের চিৎকারে কারখানা সমস্ত কর্মীরা বাইরে নিরাপদ স্থানে বেরিয়ে আসে । যেহেতু রংয়ের ডিপার্টমেন্ট অতএ ব ওখানে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ এবং প্লাস্টিক এর বস্তা মজুদ ছিল তাই আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিক । কালো ধোয়ায় ঢেকে যায় এলাকা । কারখানার কর্মীরাই নিজ উদ্যোগে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় । খবর দেওয়া হয় মেমারি থানা এবং অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের। দেবীপুর জি টি রোড সংলগ্ন এলাকা একটি প্লাস্টিকের কারখানাই আগুন । ঘটনাই আহত হয়েছেন দুই শ্রমিক । তড়িঘড়ি তাদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে । ঘটনাস্থলে পৌছাই দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন এবং মেমারি থানার পুলিশ । শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে বলে, প্রাথমিক অনুমান কারখানা শ্রমিকদের।

দ্বীনিয়াত সেন্টারের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

আর এ মণ্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের উদ্যোগে ধানশিমলা রেলগেট সংলগ্ন মসজিদে ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। মুনাযযাম মক্তবের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় বলে জানালেন উদ্যোক্তাগণ। অভিজ্ঞ চিকিৎসকমন্ডলীদের মধ্যে ছিলেন এসএসকেএম এর প্রক্তনী ও সোনামুখী হসপিটালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ সেখ হাফিজুদ্দিন এবং ডাঃ গোপাল কুমার নন্দী, ডাঃ তাহের উদ্দিন,ডাঃ সেখ রফি, ডাঃ আজফার উদ্দিন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের জিম্মাদার হাফিজ আশরাফ আলী , ক্বারী ফারুক আবদুল্লাহ, সোনামুখি মসজিদের ইমাম ইমদাদুল্লাহ সাহেব, কুঁচিয়া গোপালপুর মসজিদের ইমাম মাওলানা মঈনুদ্দিন সাহেব, মহেশপুর মক্তবের মুআল্লীম মাওলানা জিয়া সাহেব,জুনসরা মসজিদের ইমাম হাফেজ সাজ্জাদ ও মাওলানা মনিরুল ইসলাম। স্বাস্থ্য শিবিরে ধানশিমলা সিরাজপল্লী, জুনসরা, বহরপুর ও কুঁচিয়া গোপালপুর চারটি মুনাযযম মক্তবের ১২০ জন ছাত্র ছাত্রীদের সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভগবানগোলা থানার সামনে বিক্ষোভ

সারিউল ইসলাম ● লালবাগ

আপনজন: শুক্রবার স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে সেলিম শেখ নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গৃহবধু মাঞ্জুরা বিবিকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ভর্তি করা হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে ভগবানগোলা থানার সামনে স্থানীয় মানুষজন এসে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, স্বামী সেলিম শেখ, জা আলিমা খাতুন, পরিচিত এক যুবক রমজান সেখ, তিনজনের নামে ভগবানগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃত গৃহবধুর পরিবার। অভিযুক্তদের শনিবার লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভগবানগোলা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত তিনজনকে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তোলেন।

নদিয়ায় উদ্ধার সাড়ে ৯ কেজি সোনার বিস্কুট

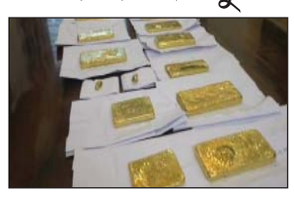

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় উদ্ধার সাড়ে ৯ কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করল পুলিশ। পাশাপাশি গ্রেপ্তার তিন।ধানতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার সোনার বিস্কুটের বাজার মূল্য ৬ কোটি টাকারও বেশি। ঘটনায় তিন ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।সূত্রে খবর,এ'দিন সকালে ধানতলা থানার পাঁচবেড়িয়া এলাকায় একটি চার চাকা গাড়িতে চেপে তিন ব্যক্তি যাচ্ছিল সেই সময় পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় ওই গাড়িটি থামিয়ে শুরু হয় তল্লাশি। সোনা ছাড়াও পাঁচটি মোবাইল ও একটি চারচাকা গাড়ি আটক করেছে পুলিশ।ধৃতদের নাম অঙ্কিত বিশ্বাস বয়স (২৫) বাড়ি বানপুর ফুলবাড়ির বাসিন্দা,পলাশ দালাল বয়স(৩৭) মাটিয়ারির বাসিন্দা। এর পেছনে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রথম নজর

বিদ্যুতের স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে কিষাণ সভার দুদিনের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভরতপুর

আপনজন: ভরতপুরে চাষিদের সবরকম সরকারি সাহায্য ও স্বামীনাথন কমিশনের নিয়ম মেনে সমস্ত ফসলের সহায়ক মূল্য ঘোষণা সহ বিদ্যুতে স্মার্ট মিটারিং বন্ধ করা ও সামশেরগঞ্জ সহ মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা, পদ্মাসহ সমস্ত নদ নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের একগুচ্ছ দাবি সমূহকে সামনে রেখে সংযুক্ত কিষানসভার ৩০তম মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ২৬০জন প্রতিনিধি নিয়ে শনিবার সম্মেলন শুরু হল ভরতপুরে। এই সম্মেলন ২৫ ও ২৬ নভেম্বর দুই দিন ধরে চলবে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংযুক্ত কিষানসভার রাজ্য সম্পাদক সুভাষ নস্কর। এই সম্মেলনের উদ্বোধনি বক্তব্য রাখেন আর .এস .পি. দলের রাজ্য সম্পাদক তপন হোড়।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আর এস পি মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক অঞ্জনভ দত্ত, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নওফেল মহা: সফিউল্লাহ।

বঙ্গোপসাগরে রহস্য ট্রলার, মিলল ডুবন্ত জাহাজের যন্ত্রাংশ

ওবায়দুল্লা লস্কর ● নামখানা

আপনজন: বঙ্গোপসাগরে দেখা মিলেছে একটি রহস্যময় ট্রলারের। আর সেই ট্রলারটির কাছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুলিশের চোখ ছানা বরা। শুক্রবার বঙ্গোপসাগরে ছয় শহল এলাকা থেকে সুন্দরবন পুলিশ জেলার জেলা পুলিশের কাছে একটি খবর আছে যে বঙ্গোপসাগরে একটি ট্রলারের দেখা দিয়েছে। কোন মৎস্যজীবী বা মাঝি কেউই ছিল না। এই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ ও ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশ বঙ্গোপসাগরে ওই ট্রলারটি সন্ধানে রওনা দেয়। এরপর ট্রলারটির কাছে যা গেলে ট্রলারটির মধ্যে কোন মাঝি বা মৎস্যজীবী কেউই ছিল না। কলারটির মধ্যে লক্ষাধিক টাকার ডুবন্ত জাহাজের কিছু যন্ত্রাংশ বা ইয়ার কাপটের কিছু যন্ত্রাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। সন্দেহজনক ট্রলারটিকে আটক করেছে সুন্দরবন পুলিশ। বকখালি মৎস্য বন্দরের কাছে আনা হয়েছে। এই বিষয়ে সাগরের এসডিপিও দেবাঞ্জন চ্যাটার্জি তিনি জানান, আমরা হঠাৎই খবর পাই যে বঙ্গোপসাগরে ছয় শহলের কাছে একটি সন্দেহজনক একটি ট্রলার ডুবন্ত জাহাজের কিংবা ইয়ার কাপটেড যন্ত্রাংশ কাটার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই আমরা সেই ঘটনার স্থলে পৌঁছায় আমরা সেখানে গিয়ে দেখি এফবি নাতিসা নামে একটি ট্রলার ওখানে রয়েছে । ট্রলারটির মধ্যে কোন মানুষজন ছিল না। ডুবন্ত জাহাজের কিংবা ইয়ার কাপটেডের কিছু জিনিস মজুত করা রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে ওই ট্রলারটিকে আটক করেছি। এবং ট্রলারটির মালিকের সন্ধানে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। এর পিছনে কোন বড়সড়ো আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের হাত রয়েছে কিনা তা আমরা তদন্ত করছি।

পদ্মেরহাটে জামাতের সভা

মনজুর আলম ● জয়নগর

আপনজন: সমাজে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম সহ শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন আলেমরা। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার পদ্মেরহাট মাদ্রাসা ও প্রাইমারি স্কুল মাঠে পদ্মেরহাট জামাত ব্লক কমিটির উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাক্কানিয়া আরবি একাডেমির সম্পাদক হাফেজ আবুল কালাম, মাওলানা সিদ্দিকুল্লা প্রমুখ। হাফেজ আবুল কালাম বলেন, শীত পড়লেই শুরু হয়ে যায় পিকনিকের ধুম। তাই ২৫ ডিসেম্বর কিংবা ১ জানুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের যুবক যুবতীরা যাতে না যায় তার আহ্বান জানান তিনি।

হেরোইন সহ ধৃত দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন:হেরোইন সহ দুই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার আকুড়া ব্রিজ সঙ্গলোগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই হেরোইন কারবারিদের নাম সুভাষ মন্ডল ও সঞ্জিৎ মন্ডল। উভয়ের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার চড়সুজাপুর গ্রামে। তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩০৭ গ্রাম হেরোইন। শনিবার ধৃতদের বহরমপুর আদালতে পাঠানো হয়। কি উদ্দেশ্যে এবং কাকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হেরোইন গুলো নিয়ে এসেছিল ওই দুই ব্যক্তি তার তদন্তে নেমেছে ফারাক্কা থানার পুলিশ।

তিতুমীরের নারকেলবেড়িয়াকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি নওশাদের

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: কৃষক আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর স্বাধীনতা যোদ্ধা হাফেজ মীর নিসার আলী ওরফে শহীদ তিতুমীরের জন্মস্থান এবং তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'র স্মৃতি বিজড়িত নারকেলবেড়িয়াকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করার দাবি তুললেন আইএসএফ বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী। শহীদ তিতুমীরের মৃত্যু দিবস স্মরণে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট যদুরহাটি উত্তর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শনিবার বাদুড়িয়া নওয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত রক্ত অর্পণ শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে 'ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টে'র চেয়ারম্যান ও বিধায়ক পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী ওই দাবি তোলেন।
কর্মসূচি শেষে শহীদ তিতুমীরের জন্মস্থান হায়দারপুর এবং তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'র স্মৃতি বিজড়িত নারকেলবেড়িয়া পরিদর্শন করেন। শহীদ তিতুমীরের মৃত্যু দিবস স্মরণে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখার সময় নওশাদ বলেন, 'মির নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বীর শহীদের বড় ভূমিকা ছিল। তার আত্মবলিদান আজ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শহীদ তিতুমীরের আত্ম বলিদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বর্তমান বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দারপুরে তার জন্মস্থান এবং তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'র স্মৃতি বিজড়িত নারকেলবেড়িয়াকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করা হোক।' পরিকল্পিতভাবে শহীদ তিতুমীরের নামের পরিবর্তে মেট্রো স্টেশনের নামকরণ, সিটিসেন্টার-২ করা হয়েছে বলেও দাবি তোলেন নওশাদ সিদ্দিকী । সিটিসেন্টার-২ মেট্রো স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শহীদ তিতুমীরের নামে না করা হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন নওশাদ। এ দিন বক্তব্য রাখার সময় রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মন্ত্রীদের নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেন নওশাদ, পাশাপাশি আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানান । তবে বিজেপি বিরোধী মহাজোট ইন্ডিয়া তে তৃণমূল থাকলে নওশাদরা সেই জোটে থাকবে না বলেও জানিয়ে দেন । অন্যদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নওশাদ সিদ্দিকী যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন তা এদিনের সভা থেকে আরও একবার স্পষ্ট হল ।

যানজটে জেরবার ধূপগুড়িবাসী

সাদ্দাম হোসেন ● বসিরহাট

আপনজন: যানজটে জেরবার ধূপগুড়িবাসী। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকছে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা গামী জাতীয় সড়ক। যারফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা। প্রশ্ন উঠছে ট্রাফিক পুলিশ এবং পৌরসভার ভূমিকা নিয়ে। ধূপগুড়ি শহর থেকে ফালাকাটা গামী রাস্তায় দীর্ঘদিন থেকে চলছে বেআইনি পার্কিং এমনকি জাতীয় সড়কের রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে টোটো, রিক্সা, অটো এবং ফুটপাত দখল করে বেআইনিভাবে চলছে ব্যবসা। গোটা ফুটপাত এখন ব্যবসায়ীদের দখলে। যার ফলে মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। শহরের যানজটে আটকে পরছে অ্যাম্বুলেন্স। ফলে ঘুরপথে অ্যাম্বুলেন্সকে যেতে হচ্ছে। যানজটের কারণে প্রায় প্রতিদিনই মুমূর্ষ রোগীদের নিয়ে যানজটে আটকে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স। এমনকি প্রতিদিন ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। তার পরেও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না পৌরসভা এবং ট্রাফিক পুলিশ। যার ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শহরবাসী প্রশ্ন তুলছেন কবে হুঁশ ফিরবে ট্রাফিক পুলিশ এবং পৌরসভার। জামে আটকে কোনো মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ যাওয়ার পরেই কি তৎপর হবে প্রশাসন? স্থানীয় মানুষজন দুষছেন পৌর কতৃপক্ষকে। যদিও ধূপগুড়ি পৌরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরূপ দে বলেন, আমি যখন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম তখন শহরের ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু বর্তমান পুরবোর্ড কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাই ধূপগুড়িতে যানজটের সমস্যা। ধূপগুড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক মজুমদার বলেন, যানজটে নাজেহাল অবস্থা আমাদের। এর আগে আমরা নিজেরাই রাস্তা যানজট মুক্ত করতে এবং ফুটপাত দখলমুক্ত করতে রাস্তায় নেমেছিলাম পড়ুয়াদের সঙ্গে। কারণ এই রাস্তাতেই গতবছর আমাদের এক কর্মী টোটোর ধাক্কায় আহত হয়েছেন।এমনকি পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানিয়েছি শহরের যানজট নিয়ে। পুলিশ সুপার ডিএসপি ট্রাফিককে পাঠিয়েছিলেন ধূপগুড়িতে। ডিএসপি ট্রাফিক আমাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৪ ঘণ্টা সময় নিয়েছিলেন, শহরের যানজট মুক্ত করার জন্য এবং ফুটপাত দখলমুক্ত করতে। তারপরে ১ বছর কেটে গেছে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি থেকে গেছে, বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। আর আজকে অ্যাম্বুলেন্স আটকে পড়লো সেই যানজটে। যেকোনো সময় মানুষের প্রাণ যেতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সংস্কার শুরু হল বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত ধর্মস্তম্ভের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বিখ্যাত পন্ডিত তথা লেখক বিধুশেখর শাস্ত্রীর ধর্মস্তম্ভ প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ধর্মস্তম্ভ সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য দাবি করে আসছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মানুষ। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গড়গড়ি গ্রামে মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সেই ধর্মস্তম্ভ পরিদর্শনে আসেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন জেলা শাসক। জানা যায়, হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। ১৮৭৮ সালে ১০ অক্টোবর হরিশ্চন্দ্রপুরে বিখ্যাত ভট্টাচার্য পরিবারে (কালীবাড়ি) জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে চাঁচল রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কলিগ্রামে সংস্কৃতিচর্চার টোল গড়ে ওঠে। বিধুশেখর কলিগ্রামের টোলে ভর্তি হয়ে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত করেন। এরপর সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি কাশীতে যান। কাশীতে অধ্যয়ন শেষে বিধুশেখর সর্বোচ্চ শাস্ত্রী উপাধি অর্জন করেন। পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনে এসে সেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের মধ্য দিয়ে বিধুশেখরের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। তিনি নিজ গ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি ধর্ম স্তম্ভ স্থাপন করেন। কিন্তু প্রখ্যাত পন্ডিতের স্থাপন করা সেই স্তম্ভ পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে দাড়িয়ে ছিল। বারংবার সংস্কার এবং সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছিল এলাকাবাসী।সেই কথা গিয়ে পৌছায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কানে। তারই নির্দেশে এদিন সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের গড়গড়ি গ্রামে এই ধর্মস্তম্ভ পরিদর্শনে আসেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি জানান ধর্ম স্তম্ভ সংস্কার এবং সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে। জেলা শাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের এসডিও,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সোমেন মন্ডল ও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সিডিপিও আব্দুস সাত্তার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

মাটির বাড়ি চাপা পড়া মহিলাদের উদ্ধার করে হিরো থানার মেজবাবু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: খণ্ডঘোষ থানার মেজ বাবু সাকবির আহমেদের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। ডাকাবুকো অফিসার হিসেবে প্রথম থেকেই তার নাম ছিল। বিভিন্ন কাজ ও ইনভেস্টিগেশন অফিসার হিসেবে তিনি জেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খণ্ডঘোষের গোপালবেড়া অঞ্চলের পূর্বচক গ্রামে মাটির বাড়ি চাপা পড়ে যায় তিনজন মহিলা। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খণ্ডঘোষের মেজ বাবু সাকবির আহমেদ ছুটে আসেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তিনিও হাত লাগান নিজের দামি মোবাইল অন্যান্য কিছুই লক্ষ্য না করেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। চেষ্টা করার পর তিনজন মহিলাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় । তিনজন মহিলার মধ্যে একজনের প্রাণবায়ু নিভে গেছে। সাকবির আহমেদ যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা দেখে স্থানীয় ইমাম মৌলানা মইনুদ্দিন খুবই প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সাকবির সাহেবকে দেখে মনে হলো তারই কোনো নিকট আত্মীয় চাপা পড়েছেন ।কয়েকদিন আগে রেপের অভিযোগে এক আসামিকে ধরতে গিয়ে ভালো রকম চোট পেয়েছিলেন মেজ বাবু ,হারতে শেখেনি তিনি ।সাকবির সাহেব বলেন যে পেশায় আছি সেটা সাধারণ মানুষের পাশে থাকার পেশা । তিনি আরো বলেন এই অবস্থায় যে কেউ সহ্য করতে পারবে না আমি পুলিশ ছাড়া একজন সাধারণ মানুষও। যদি এর থেকেও তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হত সেই জন্য যত কিছু করার আমরা করতাম। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসা এস ডি পি ও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন সাকবির খুব ভালো ছেলে ও আমাদের খুব ভালো অফিসার ।গ্রামবাসীদের প্রশংসা খুব ভালো লাগছে যদিও ওই গৃহবধুর মৃত্যু তাদেরকে খুবই ব্যথা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন অন্যান্য আধিকারিকরা যেভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন যেভাবে দ্রুত গতিতে কাজ শুরু করেছেন তা খুবই প্রশংসার যোগ্য ।এত বড় দুর্ঘটনা ও গৃহবধূ জুলেখা বেগমের মৃত্যুতে গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিয়ে বাড়ির পথে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: মোটর সাইকেল নিয়ে বিয়ে বাড়ি যাবার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। গলসি থানার খানো মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত দুইজনের নাম গোপাল বাগদি (১৮) কৃষ্ণ বাগদি (২২)। গোপাল গলসি থানার শ্রীধরপুর ও কৃষ্ণ ভাতার থানার দেবপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে মোটর বাইক নিয়ে গলসি থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন গোপাল ও কৃষ্ণ। গলসি সাটিনন্দী গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ তারা খানো মোড় আসলে পিছন থেকে একটি গাড়ি তাদের ধাক্কা মারে। ঘটনার জেরে মোটর বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পরে যায় তারা। ফলে মারাত্মক ভাবে জখম হন দুইজনই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গলসি থানার পুলিশ। পুলিশ দুইজনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করে। ঘটনার জেরে এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

দক্ষিণ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হল 'স্যাস'

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শনিবার গোটা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হল স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে (স্যাস)। জেলার আটটি ব্লক ও তিনটি পুরসভা এলাকা থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে পড়ুয়াদের মেধা যাচাইয়ের এই সমীক্ষা। জেলা শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে ২৬৬ টি স্কুলকে বাছা হয়েছিল এই পরীক্ষার জন্য। এরমধ্যে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শনিবার গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জু: হাই স্কুলে সরেজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল, সেখানে পঞ্চম ,অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়ারা এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।
বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস জানান, 'সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়েই প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ে চলে এসেছিল।'
অন্যদিকে, এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস জানান, 'গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ টি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩ টি জু: হাই স্কুলে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ১৯২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪৭১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠুভাবে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।'
এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) রুহুল আমিন জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে ১৭০ টি প্রাথমিক এবং উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে ৯৬ টি বিদ্যালয়ের এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে (তৃতীয় শ্রেণী) ৫১৪২ জন পড়ুয়া এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণী মিলিয়ে মোট ২৫১৪১ জন পড়ুয়া এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের দফতর গুলিতে এই মূল্যায়নের কাজ চলবে এবং পরবর্তীতে ফল প্রকাশ করা হবে এবং বাংলার শিক্ষা পোর্টালে তা আপলোড করা হবে।'
এ বিষয়ে জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন জানান, 'গোটা জেলা জুড়ে সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে স্যাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর (এফআই) ছাড়াও সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল।

সুন্দরবনে বাঘ গণনা করতে বসানো হবে অত্যাধুনিক মানের ক্যামেরা

নকীব উদ্দিন গাজী ● গোসাবা

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এবারও সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা নির্ধারনের কাজ শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে সুন্দরবন জুড়ে ক্যামেরা বসানোর কাজ প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দিয়েছে বন দফতর,২৭ শে নভেম্বর সোমবার থেকে এই কাজ শুরু করতে চলেছে বনদপ্তর, সেই নিয়ে আধিকারিকরা, বনদপ্তরের কর্মীদেরকে প্রথম পর্যায়ে ক্যামেরায় লাগানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
বনদপ্তর সূত্রে খবর জঙ্গলের প্রায় ৭৩২ টি জায়গায় প্রায় চোদ্দোশোর বেশি ক্যামেরা লাগানো হবে। গত বারের তুলনায় এ বছর বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটাই মনে করছে বনদপ্তর এরআধিকারিকেরা। গত বছর বাঘের সংখ্যাটা ছিল ১০১ টা, সেই সংখ্যা এ বছর গণনার পর বাড়বে বলেই মনে করছে বনদপ্তরের আধিকারিকেরা। ২০১০ ছিল ৭৪ টা, ২০১৪ ছিল ৭৬ টা , ২০১৮ ছিল ৮৮ টা ২০২২ সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় ১০১ টা
বনদপ্তর সূত্রে খবর,এবার ক্যামেরা বসানোরে কাজে বনকর্মীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্যামেরা লাগানোর অংশগ্রহণ করবে। প্রায় ১৫০ জন বনকর্মী এই ক্যামেরা বসানোর কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের ডেরায় মোট ৭৩২টি জায়গায় ১৪৬৪টি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।
বাঘের গায়ে ডোরাকাটা দাগ , পায়ের ছাপ, মল সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে জঙ্গলে বাঘেদের সংখ্যা সঠিক নির্ধারণ করা হবে।
বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যামেরা ট্রাপিং এর মাধ্যমে এই কাজ করছে বনদপ্তর। নতুন এই পদ্ধতি যেমন একদিক কম ঝুঁকিপূর্ণ ,তেমনি অনেকটা সঠিক তথ্য এই পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব বলেই দাবি বন আধিকারিকদের। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন বিগত কয়েকবছর ধরে এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই বাঘের সংখ্যা নির্ধারণের কাজ চলছে। এবারও তা শুরু হয়েছে। মাসখানেক বাদে ক্যামেরাগুলি তুলে এনে সেগুলির ছবি বিচার বিশ্লেষণ বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। আমাদের আশা সুন্দরবে বাঘেদের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়বে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি
- নিবন্ধ: একজন একা মানুষ এই শহরে
- নিবন্ধ: ‘নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব’
- ধারাবাহিক গল্প: রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা
- ছড়া-ছড়ি: হৃদয়

একজন একা মানুষ এই শহরে

দেশ-বিভাগ পরবর্তী পশ্চিমবাংলার একটি শক্তিধর পরিবার থেকে উত্থিত **খাজিম আহমেদ** প্রায় ছয় দশক ধরে নিরলস বৌদ্ধিক চর্চা আর সাহিত্য নির্মাণে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁর ‘চেকার্ড’, আর ‘মাভেরিক’ জীবনের বর্ণময় পরিচয় বর্তমান আলোচনাটির মারফত উত্থাপন করা হচ্ছে। অনেকেই তাঁকে এই বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের মর্যাদার অন্বেষক হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর অগণন রচনার অনিঃশেষ গ্রহণযোগ্যতা উভয়বঙ্গে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

৪

শুরু হল কথা বলা

রাধারঞ্জন গুপ্ত রুচিবান, সংস্কৃতিবান শিক্ষিত ভদ্রলোক। উদার মনের সচেতন মহিলা ঈপ্সিতা গুপ্ত ছিলেন সঙ্গিনী। নিঃসন্তান এই দম্পতি ধর্মীয় সম্প্রীতির Symbol ছিলেন যেন। সমস্ত ধর্মীয় মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল হরিবাবুর চালের ভাড়াবাড়িতে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে ক্যাপটেন রশিদ প্রায়ই আসতেন। তাঁর বেসক্যাম্প ছিল কাজিপাড়ায়। উলটোদিকেই রাজশাহি। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘Emeritus’ অধ্যাপক ড. কাজি আবদুল মান্নান (প্রণেতা: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা) ‘গুপ্ত দম্পতি’-র আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সিকস্থ ইয়ার’-এর ছাত্র ছিলাম। গত শতাব্দীর আটের দশকের প্রথমেই আবার রাধারঞ্জন গুপ্ত এবং ঈপ্সিতাদির আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তখন অতি বিদ্বান এই পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দিদি শুধুমাত্র আমাকে ডেকেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এক জীবনে কত কিছু শেখার আর চেনা-জানার বিষয় রয়েছে তা ভাবলেও বিস্মিত হই। ড. মান্নান, রাজা কৃষ্ণনাথ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একদিন আমার সঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজ দেখতে পর্যন্ত গেলেন। সেবার দু-একদিন ছিলেন। কলকাতায় কোনো কাজে এসেছিলেন, দেখা করে গেলেন। টক দই খেতে পছন্দ করতেন। শহর বহরমপুরে সম্প্রীতির অনুশীলন করতে হয় না, চর্চিত হয়। বহু অভিজাত পরিবারে খণ্ডিত চিন্তার কোনো জায়গা নেই। ‘সবুত’ আমাদের সামনেই রয়েছে– সূর্য সেন রোডস্থ সুইমিং পুলের পাশে বনেদি গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার– সম্প্রীতির নজির বহন করছে।

সাপ্তাহিক ‘জনমত’ পত্রিকায় শহর বহরমপুরের জনজীবন, রীতিনীতি, সমাজ-আর্থবিষয়ক প্রবন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য, রাস্তা পথঘাট, মন্দির-মসজিদ-পীর ফকিরের আস্তানা, কাঁসা পিতলের শিল্প, রেশম-তাঁত শিল্প, হাতির দাঁতের কাজ, শোলাশিল্প ইত্যকার বিষয় নিয়ে প্রায় চার দশক ধরে কত লেখক যে কাঁড়িকাঁড়ি লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। শহর বহরমপুরকে জানতে, তার ট্র্যাডিশনকে বুঝতে ‘জনমত’ যে ভূমিকা পালন করেছে তা অনবদ্য। এই অধম বান্দা ‘আসা যাওয়ার পথের ধারে’ শীর্ষক ফিচারধর্মী কত যে লিখেছে তা আজ নিজেও স্মরণ করতে পারে না। শারদ সংখ্যা ‘জনমত’-এ গোষ্ঠদা আমাকে বিশেষ ‘সিরিয়াস’ প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করতেন। গত শতকের আটের দশকে মীর্জা আসাদুল্লা বেগ গালিব (উর্দু সাহিত্যের ‘মশহুর’ কবি) এর ওপর বিশাল একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ছেপেছিলেন। এই শহর তাঁকে বিস্মৃতপ্রায় করে তুলেছে।

‘গণকণ্ঠ’ পত্রিকার সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী বাঙালিয়ানার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি-পাম্পশু পরিহিত ঝকঝকে আর অতি সুদর্শন সজ্জন মানুষটি জীবনে ব্যাপক সংগ্রাম করেছেন। তাঁর জীবনসঙ্গিনী মানময়ী গীতা চৌধুরী তাঁর পাশে সহযোগিতার যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা অনুসরণযোগ্য। সম্পাদক হিসাবে তাঁর কাগজে শহর বহরমপুরকে বহুভাবে ‘প্রোজেক্ট’ করেছেন। শহর বহরমপুরের বিদ্বৎসমাজ-এর বর্ণনা এবং বেশ কয়েকজন মনীষী-দার্শনিকতুল্য ব্যক্তির জীবনী যোগ্য প্রাবন্ধিকদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। আগামী প্রজন্মের কাছে সেগুলো ইতিহাস নির্মাণের উপাদান হিসাবে কাজ করবে। আমাকে দিয়ে তিনি বিস্তর লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ‘পীর-ফকিরের আস্তানা: হিন্দু-মুসলমান মিলনভূমি’ শীর্ষক সন্দর্ভ বহু গবেষকের কাজে এসেছে। তাঁদের গবেষণায় সে স্বীকৃতিও রয়েছে। লাগাতার তাগাদা দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন ‘বঙ্গে ইসলাম: মুর্শিদাবাদে মুসলিম ভাষানুষঙ্গ’। এই গবেষণাজাত সন্দর্ভটি ‘বাসভূমি’ সম্পাদক অরূপ চন্দ্র তাঁর মুর্শিদাবাদ চর্চা শীর্ষক সিরিজের বিশাল সংকলনে মুদ্রিত করেছেন। এ বাবদে অরূপ চন্দ্রের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি সংক্রান্ত লেখাগুলি প্রকাশে বিশেষ উদারতা কাজ করেছে– এটি সন্দেহাতীত। দীপংকর চক্রবর্তী উভয় বঙ্গে তথা সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সুপরিচিত নাম। তাঁর সম্পাদিত ‘অনীক’ মাসিক পত্রিকা উভয় বঙ্গে চিন্তা-চর্চার একটি নতুন দিকের দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন।

প্রয়াত রেজাউল করিমের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে খাজিম আহমেদ

অধ্যাপক চক্রবর্তী সম্পর্কে উভয় বাংলায় কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গবেষণা করবে সে বাবদে নিশ্চিত করে বলা যায়। তিনি আমাকে কয়েকটি গবেষণাজাত কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। নজির দেওয়া যাক। ‘বাঙালি মুসলমান জাগরণের অপ্রত্যক্ষ অভিভাবক হাজি মুহাম্মদ মহসীন’, ‘বাঙালি মুসলমান: স্বরূপ সন্ধান’, ‘সৈয়দ আমির আলি: একটি বিতর্ক’, ‘বুদ্ধির মুক্তি: কয়েকজন নায়ক’– এমন সব তর্ক প্ররোচক লেখাপত্র। ‘মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ’ জেলার বিষয়ে গুরুত্ব থাকলেও শহর বহরমপুরকে উপেক্ষা করেনি। নাগরিক বহুবিধ সমস্যার বিষয়ে ঝাঁকানি দিয়ে সম্পাদকীয় লিখতেন। এইসব দেশ, সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত হয়ে বহরমপুরের জীবনকে দেখেছি। ৫০ বছর আগে যা ঘটনার মতো মনে হত আজ তা অতীত স্মৃতি হিসাবে মনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে অধ্যাপক রেজাউল করীমের মৃত্যুর সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকার বিষয়টি আজও আমাকে পিতৃ-বিয়োগের বেদনায় বিদ্ধ করে। লেখার শুরুতে গ্রহণ, বর্জন, আকর্ষণ, বিকর্ষণের কথা বলেছিলাম। এ যাবৎ যা বললাম সবই তো গ্রহণ আর আকর্ষণের। এবার কিঞ্চিৎ বর্জন আর বিকর্ষণের কথা বলি। ১৯৭৮ সালে কে.পি. চট্টরাজ রোডে কর্ণেল দাস রায়ের কাছ থেকে প্রায় আড়াই কাঠা জমি কিনে, কলকাতার চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের আর্কিটেক্টকে দিয়ে প্ল্যান করে একটি বড়সড় বাড়ি করেছিলাম। জমি কেনার সময় কর্ণেল অনিল দাস রায়কে মাত্র একজন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া জানা লোক অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন তাঁর স্বধর্মী কোনো ব্যক্তিকে জমিটি হস্তান্তর করেন। কর্ণেল দাস রায় তাকে তাঁর ড্রয়িংরুম থেকে বের করে দেন। উদার মানুষ। তাঁর অনুজ ভ্রাতার বাড়িতেই আমি ভাড়া থাকতাম। দাস রায় পরিবার আমার স্ত্রী প্রতিমা আর আমাকে বিশ্বাসযোগ্য ভালোবাসতেন। যাই হোক বাড়ি করার পর মানসিক একটি চাপের মধ্যে রাখার কৌশল লক্ষ করা যেত। আমরা এসবের তোয়াক্কা করতাম না। ইতোমধ্যে ১৯৯৩ সালে আমরা একটি শিশু কন্যা অ্যাডপ্ট করি। তার সেপটিসেমিয়া ছিল। শহর বহরমপুরের সমস্ত চিকিৎসা শেষ হলে কলকাতায় ডা. এস.পি. খাটুয়া (শিশু বিশেষজ্ঞ)-র ‘ডেট’ নিই। কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৪-এর উপর ‘অ্যাম্বাসাডর’-এর মধ্যেই শিশুটির শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। বাড়ি ফিরে দেখি বাড়ির দক্ষিণদিকের পাঁচিলের ভিতর মৃত শুয়োর। এর মধ্যেই শুভ চ্যাটার্জিরি নেতৃত্বে (রৌরব সম্পাদক) ড. মুজিবর রহমানের পরামর্শে শহরস্থ ‘বারো বিঘা’ ‘কবরস্তান’-এ শিশুটিকে সমাধিস্থ করা হল। আমার স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণে মনোবিকলনের লক্ষণ দেখা দিল– তার আবারও ‘অ্যাডপ্ট’ কন্যা শিশু চাই। বহরমপুর সদর হাসপাতাল থেকে আইনগতভাবে একটি কন্যা সন্তান আবারও দত্তক নিলাম। আমার স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। কন্যাটিকে যত্নে বড় করার অভিপ্রায়ে এই বাড়িটি ছাড়লাম। এবার একটি অভিজাত বাঙালি হিন্দুর বাড়ি কিনলাম। তিনিও প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। ড. জহর সেন, অধ্যাপক মিহির সেন এবং আইনবেত্তা কিশলয় সেনগুপ্ত আমার জন্য সুপারিশ করলেন, বাড়ি পেলাম। এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটি এখন কলকাতায় উল্টোডাঙার ‘ঈশ্বর নিবাস’-এ থাকেন। এই বাড়িতে ভিন্নতর আপদে পড়লাম। আমার বাড়ির সামনে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবার Country Wine বিক্রি করে। উপভোক্তা আমার সিঁড়িতে বসে মদ্যপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে, Cobbler বর্গ শুয়োরের মাংস সমেত মদ্যপান করে। মুসলমানরা গোমাংস ব্যবহার করে। আমার স্ত্রী বাঙালি হিন্দু– স্বভাবতই বিব্রত হয়ে গেলাম। প্রথম বাড়ি বর্জন করলাম, দ্বিতীয় বাড়ি বিকর্ষণের সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা কন্যাটিকে যথার্থ সুকন্যা করার উদ্দেশ্যেই আমাদের সিদ্ধান্ত। এইবারে ধীরে সুস্থে একটি যথার্থ ভব্য পাড়ার প্রয়োজনীয় আয়তনের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে কন্যাটিকে গ্রেসফুলি বড় করা গেছে। শেষমেষ শুভবোধেরই জয় হয়েছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস রাখা জরুরি। এবারে আবার গ্রহণ আর আকর্ষণের বার্তা দিয়ে শেষ করি।

শেষ কথা

আমার কিশোর বেলার বহরমপুর কোর্ট স্টেশন নিয়ে যে মুগ্ধতা তা আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। অতি লম্বা বা সুদীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম নয়, অনতিদীর্ঘ কিন্তু আড়ে-বহরে অনেক বড়। বাড়িঘর। পূর্ব দিকে নয়া আধুনিক ঝকঝকে বসতি নানান গাছ-গাছালিতে পাখ-পাখালি মজে রয়েছে। উত্তরে দূর প্রান্তে চলে যাওয়া রেললাইন। উত্তরপশ্চিমে রেল কোম্পজলের পার্ক, বাগান, সুদৃশ্য মনোরম অতিথিশালা। সীমানার বাইরে উত্তর-পশ্চিমে ‘ডিসেন্ট লাইফ’-এর আমোদ-প্রমোদের ‘ইন্তেজাম’। পশ্চিমে মূল শহর। আধুনিক চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল। পাশেই একদা অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ বিমান অবতরণের বিস্তীর্ণ মাঠ। সবটাতেই যেন একটি ‘Grandeur’। শহর বহরমপুরের মধ্যস্থলে আজকের লালদিঘি তো একটি ‘ফেনোমেনা’। ক্যান্টনমেন্ট রোড বা পুরোনো কালেক্টরেটের গাম্ভীর্য আর টেক্সটাইল কলেজের আভিজাত্য তো আমাদের শ্লাঘার কারণ হয়ে রয়েছে। মুক্ত বাতাসের কুলকুল ঝলক স্কোয়ারফিল্ডে। আর এই স্কোয়ারফিল্ড তো ‘পরবর্তী-মোগলদের’-ই অবদান।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর লালিত ‘রেন ট্রি’-র সারি তো পরবর্তী রাজধানী কলকাতার ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ-এর কথাই তো মনে করিয়ে দেয়। এসবই তো গ্রহণ আর আকর্ষণের কারণ।

সোজাসুজি বলতে কী মানুষকে কাছে পাওয়াই সর্বোত্তম অর্জন। আমার অনুজদদের মধ্যে থেকে মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছি যেমন অকালপ্রয়াত কৌশিক রায়চৌধুরী, শঙ্খ গুপ্ত, সোনালি গুপ্ত, খাইবার আলি মিঁয়া, অনল আবেদিন, সৈয়দ তৌফিকুল ইসলাম, রাজন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল দাস, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম বিশ্বাস, অভিরূপ বিশ্বাস, অমিত বিশ্বাস এবং অরিন্দম চন্দ্র।

অনতিলম্বা ‘কোর্ট স্টেশন’-এর কথা বলতে গিয়ে অন্যবিধ কথাও তো বললাম। কিন্তু রেলগাড়ির কামরা বা ‘খোপ’-গুলোর কথা কি ভোলা যায়! ‘খোপ’-গুলো যেন সাময়িক বাসস্থান। জীবনের নানা পরিস্থিতি আর মানসিকতার পরিচয় বহন করে চলে। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায়। মায়াকুহক জীবনও দাঁড়ায়। ট্রেন চলে। জীবনও চলে। আমার শৈশবের সেই মুগ্ধতা যেন এই কথাটিই বলে, ‘জিন্দেগি লম্বি নেহি/বড়ি হোনি চাহিয়ে।’ **(শেষ)**

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

কেন্দ্রের মসনদে দ্বিতীয়বারের মতো ‘সম্রাটের’ ভূমিকায় নরেন্দ্র মোদি। তার শাসনামলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি তলানিতে, বৃদ্ধি পেয়েছে বিদ্বেষের মাত্রা। যদিও নির্বাচনে ডাক দিয়েছিলেন ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’। বাস্তবে তার যথার্থ প্রতিফলন না ঘটলেও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে নিজের ইমেজ তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছেন। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ড. দিলীপ মজুমদার।**

৬

বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর বিজেপির সহযোদ্ধারা। তথাপি দেশের মানুষকে তাঁরা বিজ্ঞানবিমুখ করার চেষ্টা করেন। এর পেছনে রাজনীতি আছে। মানুষের বিজ্ঞানবোধ প্রখর হলে , মানুষ যুক্তি-প্রবুদ্ধ হলে শাসককে প্রশ্ন করতে পারে। ধর্মীয় কুসংস্কারের আবরণে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে পারলে শাসকের আর আশঙ্কা থাকে না।

শশী থারুর মশায় ‘বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিজেপির যুদ্ধ’ নামে একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছেন। এই যুদ্ধে অবশ্যই নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। থারুর মশায় প্রথমেই ভারতের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং-এর কথা বলেছেন। এই সত্যপাল সিং চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছেন , ‘ আমাদের পূর্বপুরুষ বা কোন কালের মানুষ কখনও বলে নি বা লেখে নি , তারা বানরকে মানুষ হতে দেখেছে। ‘ভারতের সংবিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক মনন , মানবিকতা এবং অনুসন্ধান ও সংস্কারের উন্নয়ন ঘটানোকে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বলে মনে করেছে ; সেটাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলেও নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি দল সেই নির্দেশকে সরাসরি অমান্য করে চলেছে। ডারউইনকে উড়িয়ে দিয়ে তারা পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবকে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লিখিত নানাবিধ তত্ত্বের কথা বলতে চেয়েছে।

বিজেপির আর এক নেতা রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী বাসুদেব দেবননী আর এক নতুন তত্ত্ব জাহির করেছেন। তাঁর মতে গরুই একমাত্র প্রাণী যে নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন যেমন গ্রহণ করে তেমনি অক্সিজেন বর্জনও করে। অথচ সত্যপাল সিং এবং বাসুদেব দেবননী শিক্ষিত মানুষ। রসায়ন বিজ্ঞানে সত্যপালের ডিগ্রি আছে , আর বাসুদেব একজন প্রশিক্ষিত প্রকৌশলী। তাঁরা কেন এমন অবৈজ্ঞানিক কথা বলেন ? এখানেই বিজেপির দ্বিচারিতার প্রশ্ন।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে এঁরা যা বলছেন , মনে মনে তা বিশ্বাস করেন না। ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে মানুষকে বোকা বানানোর জন্যই এসব অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন। রাজস্থান হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি মহেশচন্দ্র শর্মার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি আছে। তিনি বলেছেন ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর চিরকুমার। চিরকুমার যে তার প্রমাণ হিসেবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাথার সিকি পাখা হিসেবে ময়ূরের পাখনার কথা বলেছেন। শর্মা মশায়ের বক্তব্য , শারীরিকভাবে মিলিত না হয়েও শুধুমাত্র ক্রন্দনাশ্রু দিয়ে ময়ূরীকে গর্ভবতী করতে পারে ময়ূর।

থারুর মশায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদির কথাও। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে মুম্বাই হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে মোদি বলেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রচলন ছিল। প্রমাণ ? প্রমাণ হল গণেশ দেবতা , যাঁর মানবদেহে হাতির মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। করোনার সময়ে এই মোদি থালা বাজাতে , মোমবাতি জ্বালাতে বলেছিলেন। মোমবাতি জ্বালালেই না কি করোনার হৃদপিণ্ড ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মোদি বলেছিলেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। শশী থারুর বলেছেন , বিজেপির এই পশ্চাৎপদ দর্শন ও ভণ্ডামি যে শুধু রাজনীতিকরা প্রচার করছেন , তা নয়। এর বাইরেও অনেক ‘বাবা’ আছেন। সমকামীদের নিরাময় করার ওষুধ বিক্রি করা যোগগুরু ও আয়ুর্বেদ প্রবক্তা বাবা রামদেবের মতো অনেকেই মোদির কাছের মানুষ। এই বাবা রামদেব না কি করোনার অব্যর্থ ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। যোগী বাসুদেব ২০১৫ সালের চন্দ্রগ্রহণের সময় বলেছিলেন গ্রহণের সময় খাবার খেলে সে খাবার বিষাক্ত হয়ে যায়।

বিজেপির কোন কোন প্রবক্তা দাবি করেন যে জঙ্গি বিমান ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র বৈদিক যুগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারত যে বিশ্বগুরু এটা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা প্রচার করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে এবং আধুনিক ভাবনা-চিন্তা ও জীবনযাপনের যে সব রীতি বাহির থেকে আসছে সেগুলোর চেয়ে প্রথাগত ভারতীয় বিশ্বাস ও জীবনযাত্রা অনেক মহান। এরকম ধ্যান-ধারণার প্রচার কেন ? শশী থারুরের মতে , “ বিজেপি ও তার সহযোগীরা ঘুরে-ফিরে প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতিকে সামনে আনতে চায় , কারণ তারা বিশ্বাসনির্ভর সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদকে তুলে ধরতে চায় এবং এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রিয় হয়ে উঠতে চায়।

“তাদের কাছে ধর্ম কোন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় নয় বরং প্রথাগত পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে তারা সামাজিক আচার ও সংস্কৃতি ধরে রাখতে চায়। বড় ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঠেকানোর হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে তারা ব্যবহার করতে চায়।

“যখন মন্ত্রীরা ডারউইনবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কিংবা গরুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করেন , তখন বুঝতে হবে তাঁরা শুধু বৈজ্ঞানিক থিওরি ও বিশ্বাসনির্ভর ব্যাখ্যার থেকে কোন একটিকে বেছে নিতে বলার জন্য এসব বলছেন না। বরং তাঁরা এর মধ্য দিয়ে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চান , বিশ্ববাসীর ভাবনার সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার জগৎ মিশে আছে। এই বক্তব্য প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা ধর্মীয় আবরণে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চান। “

২০২০ সালের ১৮ জানুয়ারি ‘টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় বিজেপির সায়েন্স লরিয়েটদের কথা লিখেছিলেন পরান বালকৃষ্ণান : “For the BJP, when comes to India’s record of scientific achievments stacked against Western attainments , it’s ‘been there , done that’. “The ruling party has an array of leaders that can be relied on to insist every Western scientific accomplishment was already in the Vedas or the Mahabharata , The heavy-hitters fall roughly into two divisions : a]“ Those who revel in obscurantism and disown all science or insist that all wisdom and scientific discoveries were already known and practised in the Mahabharata , Vedas or ancient India . b] “ Those who are constantly praising cows , and their urine and dung , nicknamed by some the ‘udderly nonsense brigade .” এবার সায়েন্স লরিয়েটদের তালিকা তুলে ধরব আমরা :

১] নরেন্দ্র মোদি [প্রধানমন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : প্রাচীন ভারতের প্লাস্টিক সার্জারি . মহাকাশ বিজ্ঞান , করোনার হৃদপিণ্ড ফাটানো মোমবাতির আলো।

২] জগদীপ ধনখড় [পশ্চিমবঙ্গের সাবেক রাজ্যপাল]। তাঁর মহান আবিষ্কার : প্রাচীন ভারতে উড়োজাহাজের ব্যবহার ছিল , অর্জুনের তিরে ছিল পারমাণবিক শক্তি।

৩] বিপ্লব দেব [ত্রিপুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : প্রাচীন ভারতে স্যাটেলাইট কানেকশন ও ইন্টারনেট ছিল

৪] অনন্তকুমার হেগড়ে [সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : ভবিষ্যতের সুপারকম্পিউটারের ভাষা হবে সংস্কৃত।

৫] রঞ্জিত শ্রীবাস্তব [উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা }। তাঁর মহান আবিষ্কার : গরু হিন্দু বলে মুসলমানদের মতো তাকে কবর দেওয়া উচিৎ নয় , তাকে দাহ করা প্রয়োজন।

৬] ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত [উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : গরুর কাছাকাছি থাকলে যক্ষ্মা রোগ সেরে যায় , গর্ভবতী নারীর গরুঢ় গঙ্গার জল পান করা উচিৎ।

৭] গিরিরাজ সিং [কেন্দ্রীয় মন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : গরুর গোবর ও মূত্রের অনেক গুণ , তা নিয়ে গবেষণা দরকার।

৮] সত্যপাল সিং [মন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : ভারতের হিন্দুরা ঋষির সন্তান , ডারউনের বিবর্তনবাদে নুতনত্ব কিছু নেই।

৯] প্রজ্ঞা ঠাকুর [সাংসদ]। তাঁর মহান আবিষ্কার : গোমূত্র পান করলে ক্যানসার সেরে যায় , গরুর গায়ে হাত ঘষলে রক্তচাপ কমে।

১০] হর্ষবর্দ্ধন [কেন্দ্রীয় মন্ত্রী]। তাঁর মহান আবিষ্কার : ভারতই অ্যালজাবরা ও পিথাগোরাস তত্ত্বের আবিষ্কর্তা।

ভারতের চন্দ্রযান চাঁদের মাটি স্পর্শ করার পরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ছুটে এলেন ইসরোতে। সেদিন রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নটা আপনাদের কাছে পরিবেশন করছি। স্বপ্নের একটা শিরোনামও দিলাম।

নীরবে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব

প্রিন্স বিশ্বাস

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী ঋতুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হল নবান্ন। যা প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাস 'জুড়ে পালিত হয়। তাই অগ্রহায়ণ মাস এলেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে বেজে ওঠে এই উৎসবের পদধ্বনি।"বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ" আর এই তেরো পার্বণের অন্যতম একটি পার্বণ নবান্ন উৎসব। গ্রামীন উৎসব বলে পরিচিত এই নবান্ন উৎসব। 'নবান্ন' শব্দটির অর্থ কিংবা উৎপত্তির দিকে আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই।
তারপরও এক কথায় বলতে পারি, 'নবান্ন' শব্দের অর্থ 'নতুন অন্ন'। নবান্ন ঋতুকেন্দ্রিক একটি উৎসব। হেমন্তে নতুন ধান ঘরে তোলার সময় এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব পালিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। অগ্র অর্থ 'প্রথম'। আর 'হায়ণ' অর্থ 'মাস'। এ থেকে সহজেই ধারণা করা হয়, এক সময় অগ্রহায়ণ মাসই ছিল বাংলা বছরের প্রথম মাস। এই মাস বাঙালির ঐতিহ্যবাহী, অসাম্প্রদায়িক ও মাটির সঙ্গে চির বন্ধনযুক্ত। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের কশাঘাতে হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামবাংলার আনন্দময় সরল জীবন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণ প্রজন্মের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রভাব। তবে নাগরিক জীবনে নবান্নের শুভক্ষণের শুভ ছায়া ছড়িয়ে দিতে অগ্রহায়ণের প্রথমদিনে আয়োজন করা হতো নবান্ন উৎসব। সত্যিই কথা বলতে কী- বর্তমানে শহুরে জীবনে যে নবান্ন উৎসব করা হয়, সেটা তো প্রতীকী।আজকের গ্রামবাংলার শিশুরাও নবান্নের উৎসবের ইতিকথা বাবা-মা কিংবা ঠাকুরদা-ঠাকুমার মুখে মুখে শোনে। বিশ্বায়নের এই যুগে গ্রামীন বাংলার ঐতিহ্যগুলো ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। আসলেই, নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। অগ্রহায়ণের শুরুতেই এপার বাংলা ও ওপার বাংলাতে চলতো উৎসবের নানা আয়োজন। নতুন ধান কাটা আর সেই ধানের প্রথম অন্ন খাওয়াকে কেন্দ্র করে পালিত হতো নবান্ন উৎসব। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। এ যেন সত্যি হৃদয়ের বন্ধনকে আরো গাঢ় করার উৎসব। এক সময় হেমন্ত এলেই দিগন্তজোড়া প্রকৃতি ছেয়ে যেতো সোনালি ধানের ক্ষেত। পাকা ধানের সোনালি রঙ দেখে কৃষকের মন আনন্দে ভরে যায়। এই শোভা কারণ, কৃষকের ঘর ভরে উঠবে গোলাভরা ধানে। বাঙালির প্রধান কৃষিজ ফসল ধান, কাটার ক্ষণ। স্মরণাতীত কাল থেকে বাঙালির জীবনে পয়লা অগ্রহায়ণকে বলা হয়ে থাকে বার্ষিক সুদিন। এ দিনকে বলা হয় নবান্ন। নবান্ন উৎসবে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি করা হয় পিঠা, পায়েস, ক্ষীরসহ হরেক রকমের খাবার; বাড়ির আঙিনা নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধে ভরে ওঠে। ছোটবেলায় দেখেছি- অগ্রহায়ণের নতুন ধান ঘরে আনার আগে বাড়ির মেয়েরা গোবর গুলিয়ে বাড়ির আঙিনা ও ধানের গোলা লেপে পরিপাটি করত। লোকজন নতুন ধানের আঁটি মাথায় করে এনে ফেলতো লেপে রাখা ওই উঠোনে। এরপর মাড়াই করে ধান রোদে শুকিয়ে মচমচে করা হতো। সেই ধানের চাল ঢেঁকিতে গুঁড়ো করে তৈরি করা হতো পিঠা-পায়েস। কৃষকরা সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করে উঠোনের পাশে বসে যেতেন খেতে। আর আমরা পিঠাপুলি নিয়ে আনন্দে ছোটাছুটি করতাম। বাড়ি বাড়ি পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যেত। এক সময় ঢেঁকির সুরেলা শব্দ ফুটিয়ে তুলত নবান্ন উৎসব।
একসময় নবান্ন উৎসবের দিন বংলার বিভিন্ন স্থানে খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতা করা হতো। যে যত বেশি খেতে পারত তাকে উপহার দেয়া হতো। উপহার ছিল দুগ্ধবতী গাভী কিংবা ছাগল। বিভিন্ন স্থানে মেলা বসত। অবস্থা ভালো যেসব কৃষকের তারা নবান্ন উৎসবকে ঘিরে লাঠিখেলা, হাডুডু, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ সহ বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করত। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে নবান্নে বাড়ির জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। মেয়ে আসত তার বাবার বাড়ি। নবান্ন আর পিঠেপুলির উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয় সবাই। কৃষকের ঘরে পূজার আয়োজনও চলত। এখন এসব অতীত। আর বর্তমান ডিজিটাল যুগে খেলার জায়গা বলতে এক চিলতে বারান্দা। নগরীতে শিশুর খেলা মাঠ এখন ট্যাব, মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের ছোট্ট মনিটর। দুরন্ত শৈশবটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে তাদের। নগরায়ন আর আধুনিকতার অজুহাতে বিলীন হয়েছে খেলার মাঠ। তেমনি গ্রামীণ জনপদে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ আছে; কিন্তু কৃষকের ঘরে নেই নবান্নের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে। সিকি শতাব্দী আগেও নবান্নের ধান কাটার উৎসবে মুখরিত হতো গ্রামের প্রতিটি আঙিনা। গ্রামীণ জনজীবনে নবান্ন উৎসব এখন শুধুই স্মৃতি। আগে কৃষকের প্রধান খাদ্যশস্য ছিল আমন ধান। বর্তমানে আমনের জায়গা দখল করেছে আউশ-আমন-বোরো ধান। বিভিন্ন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান বাজারে আসায় নতুন ধানের গন্ধ হারিয়ে যাচ্ছে এবং স্বল্প সময়ে ওইসব ধান উৎপন্ন হওয়ায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব হারিয়ে যেতে বসেছে। ধানের বীজ থেকে চাল উৎপাদন হওয়া পর্যন্ত সব কাজই এখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে। এখন ধান উৎপাদনে আগের সেই পরিশ্রমও যেমন নেই, তেমনি চালের মজাও নেই। যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের বাবা-কাকারা গরু-লাঙল দিয়ে চাষ করত আবার গরু দিয়ে ধান মাড়াই করে অনেক কষ্টে নতুন ধান উৎপন্ন করতেন, তখন তারা এই আনন্দে পিঠাপুলির আয়োজন করত। এখন সেই কষ্টও নেই, সেই আনন্দও নেই। এক সময় অগ্রহায়ণজুড়ে কৃষক এবং তাদের পরিবারের সবাই নতুন ধানের মৌ মৌ গন্ধে মুগ্ধ থাকত। উৎসব আর আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত কৃষকের ঘরে ঘরে। আজ বর্তমান যুগে রাইস মিলে চাল ভাঙ্গার কাজ চলছে। কোনো কোনো স্থানে ডিজেলের মেশিন ছাড়াও ভ্যান গাড়িতে ইঞ্জিন নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান ভানা ও মাড়াই করছে। নবান্ন উৎসবকে ঘিরে লাঠিখেলা, হাডুডু, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচসহ বিভিন্ন খেলাধুলার কথা ভুলতে বসেছে নতুন প্রজন্ম। কারণ বর্তমানে ভিনদেশী চাকচিক্য সংস্কৃতি সমাজে প্রবেশ করে আমাদের পুরনো নিজস্ব ঐতিহ্যকে পশ্চাতে ফেলে যেন জ্যামিতিক হারে এগিয়ে চলছে। ঠিক আমাদের পুরনো সংস্কৃতি গাণিতিক হারের মতো দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই এই দুর্বলতাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের সংস্কৃতিকে আমরাই লালন করতে হবে। তখন ইতিহাসের পাতায় পড়া ছাড়া বাস্তবে খুঁজে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হবে।

রুদ্ধতায় একমুঠো শুদ্ধতা

আহমদ রাজু

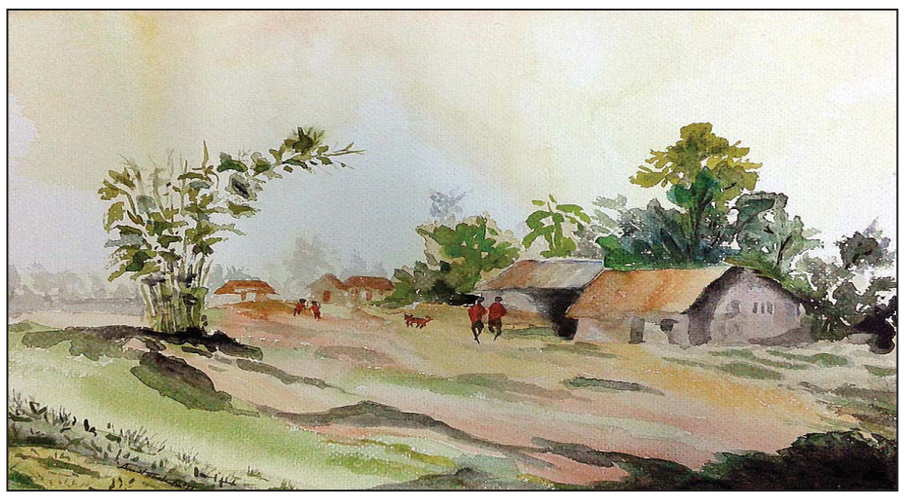

ধারাবাহিক গল্প

কপালের দগদগে সূর্যটা যখন শেষ পর্যন্ত ডুবতেই চলেছে তখন আমার আর খুব বেশি কিছু করার থাকে না। আর যাই হোক, নিয়তিকে তো আর অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। কারো বলতে, আমার পরিবারের কথা বলছি- যে সিসুয়েশন তৈরি হয়েছে তাতে আমার পরিবারের চিন্তা ছাড়া আপাতত বাইরের কোন চিন্তা মাথার ভেতরে ঢোকানোর সুযোগ নেই। অন্য মানুষগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, তাইবলে শুধু নিয়তির ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষটি আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে কেন? তবে একটা ভরসা মনের ভেতরে প্রথম থেকেই কাজ করছে, সেটা হলো- তরু কাকু মানে ছোট কাকু ছায়াসঙ্গী হিসাবে আমার সাথে রয়েছে। হয়তো এর ভেতর থেকেই একটা সামাধান বের করতে পারবো। একবার মাইনাস করতে যেতে চাইলে সে বলে, 'মাইনাস করবি ভাল কথা, চল কোথায় যাবি?'
আমি অবাক হয়ে বলি, 'তুমি কী আমার সাথে যাবে?'
'সাথে কী বলছিস, ছায়ার মতো থাকবো। তুই ওয়াশরুমে ঢুকলে আমাকে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'
ছোট কাকুর কথায় আমি যেন গাছ থেকে পড়ি। বললাম, 'কাকু, এটা কিন্তু আমাকে অপমান করা হচ্ছে। যাবো মাইনাসে, তাও তুমি সাথে থাকবে?'
'সাথে কী বলছিস, এক্কেবারে ছায়াসঙ্গী।' গর্বের সাথে বলল ছোট কাকু।
ছোট কাকু কথাটা যত সহজে বলতে পারলো আমি কিন্তু তত সহজে বিষয়টা ভাবতে পারছি না। আমাকে চোখে চোখে রেখে কাকুর গর্বে বুক ফুলছে আর আমার স্বর্গের দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছে! তুষিকে তো আমি চিনি, জীবনটা আমার নরক করে ছেড়ে দেবে এটা হলফ করে বলতে পারি। অন্তত গত এক বছরে সেটা বুঝে গেছি। আর যাই হোক, আমার ভাগ কাউকে দেবার ভাবনা তো দূরে থাক, কোন মহিলার সাথে কথাও বলতে দেয় না। আর হাসি ঠাট্টা? সে তো অসম্ভব। বিয়ের পরে আমার মনেও পড়ে না, কোন মহিলার সাথে মন খুলে কথা বলেছি। অফিসে বেশ কয়েকজন কলিগ মহিলা হলেও তাদের সাথে হাই- হ্যালো, এর বেশি কিছু বলতে পারি না। পাছে তুষি টের পেয়ে যায়। প্রথম প্রথম অবশ্য ওর ওপর আমার রাগ হতো, এখন হয় না। একটু একটু করে বুঝেছি, আমাকে অত্যাধিক ভালবাসে বলেই কোন মহিলার সাথে কথা বলা ও সহ্য করতে পারে না। দেশে হলে হয়তো নিয়মটা সিথিল হতো। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তা সম্ভব হয় না।
লণ্ডনে আসার বয়স পনের বছর পার হয়েছে। স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে এসে এখানকার একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী নিয়ে থেকে গেছি। দু'চার বছর অন্তর দেশে বেড়াতে গেলেও তিন সপ্তাহের বেশি সেখানে থাকা হয়নি বিবেকের তাড়নায়। প্রতিষ্ঠানিক দায়িত্ব আমার ওপরে অনেকটা বেশি থাকায় তা এড়াতে পারিনি কোনভাবে। বাড়িতে গেলেই বিয়ের জন্যে বাবা-মা বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে। আমি রাজি হইনি এতদিন। কিন্তু এবার আর না করার সুযোগ থাকে না।
গত বছর বাড়ির কাউকে না জানিয়ে ওখানে বিয়ে করেছি; যা বলার সাহস কোনদিনও আমার হবে না। তাছাড়া তুষিকে যে তারা বৌমা হিসাবে মেনে নেবে, তা-ইবা বলি কীভাবে? তারা বরাবরই চায়, ভদ্র, মার্জিত বাঙালি মেয়ে। যাকে দেখলে মনে হবে- একখণ্ড বাংলাদেশ। যার কথার জাদুতে ফুটে উঠবে- আবহমান বাংলার প্রকৃতি। যার ছন্দে বেঁজে উঠবে রাখাল বাঁশির সুর। ***চলবে..***

এক চিলতে রোদ্দুর

শংকর সাহা

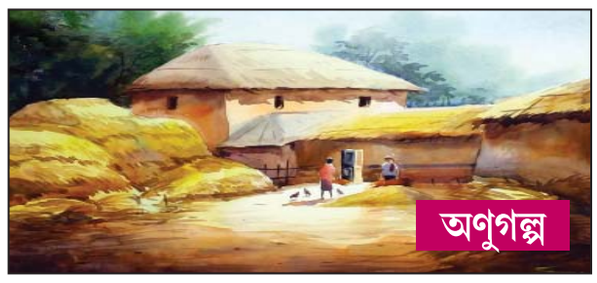

কোর্টের জর্জসাহের বিদিতার দিকে চেয়ে বলন,
'আপনি এতোদিন চুপ করে ছিলেন কেন? এখন সমাজ অনেক বদলে গেছে। আইন তো এখন মেয়েদের ন্যায়ের পক্ষে। '
বিদিতা তখনও চুপ করে থাকে। জর্জ সাহেব বুঝতে পারেন বিদিতার নীরবতা।
উকিল মারফত বিদিতার সব কথা শোনেন জর্জ সাহেব। যে মেয়েটি শুধুমাত্র সবার সুখের কথা ভেবে এতদিন নিজের জগত বলে কিছু ভাবেনি, অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছে এ সংসার কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছে শুধুই গ্লানি আর অপবাদ।
মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বলে সবসময় উঠতে বসতে কথা শোনাতো রজতাভ। নিজের পছন্দে বিয়ে করলেও আজ যেন রজতাভ শুধুই প্রয়োজনে বিদিতাকে ব্যবহার করেছে। মেয়েকে মানুষ করা থেকে শুরু করে এক হাতে সব কাজ গুলো করতে গিয়ে কোথাও হলে নিজের স্বপ্ন গুলোকে যেন হারিয়ে ফেলে বিদিতা।
সেবার পুজোতে বাবার বাড়িতে আসতে চেয়েছিলো বলে কত কথাই না শুনতে হয়েছিল বিদিতাকে। কিছু সত্যিকে আড়াল করতে গিয়ে ফোনে বাবাকে যেন মিথ্যে কিছু বলতে হয়েছিল তাকে সেদিন। বিদিতা সব সময় চেষ্টা করেছিল রজতাভকে যেন বাবার বাড়ি কেউ খারাপ না ভাবে তাই শত কষ্টের পরেও মুখ বুঝে সহ্য করেছিল সবকিছু।
এদিকে দিনে দিনে রজতাভ-র ব্যবহার আরও খারাপ হতে থাকে। সেদিন পাশের বাড়ির রঞ্জাকাকিমা বিদিতাকে ডেকে বলেন, ' বৌমা, প্রায় দিন রাতে রজতাভ-র চিৎকার শোনা যায়। ও কি এখনো ভালো হয়নি। তুমি হাসিমুখে আর কতদিন নিজের কষ্টগুলোকে লুকিয়ে রাখবে। এবার নিজের জন্যে একটু ভাবো বউমা। '
সেদিন রঞ্জাকাকিমার কথাগুলো যেন বিদিতাকে স্পর্শ করেছে। সেই ছোটো বয়সে বিয়ে হসে এসে কুড়ি বছর এমন করেই তো কাটিয়ে দিয়েছে সে। বাবার দেওয়া পাঁচলাখ টাকার চেকটিও রজতাভ-র হাতে তুলে দিয়েছিল শুধুই সংসারে শান্তিটুকু যেন বেঁচে থাকে কিন্তু বিদিতার শত চেষ্টার পরেও রজতাভ-র মধ্যে কোনো পরিবর্তনই নেই।
এজলাসে দাঁড়িয়ে আজ যেন বিদিতার সবকিছু আবার নূতন করে মনে পড়ে। বাবা-মায়ের কতই না আদরের ছিল সে। নিজের পছন্দ করে বিয়ে করার পরেও বাবা-মা মেনে নিয়েছিল শুধুই মেয়ের সুখের কথা ভেবে কিন্তু বিদিতার যে কপালে সুখটুকু লেখা নেই!
জর্জ সাহেব রজতাভ-র দিকে তাকিয়ে খানিকটি বিরক্তির সুরে বলেন,' আপনি কি ভাবছেন এখনো পুরুষতান্ত্রিক অধিকার বজায় রেখে যাবেন সংসারে। সংসারে সুখটুকু কিন্তু শুধুই আপনার হাতের খেলনা না। স্ত্রীর আধিকার ও স্বপ্নগুলোর কথা ভেবেছেন কখনো? '
রজতাভ লজ্জায় মাথা নিঁচু করে থাকে। এদিকে উকিলের সাথে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে বিদিতা। এদিকে বসন্তকাল পড়ে গেছে। প্রকৃতির রুক্ষতা যেন ধরা পড়েছে চারিদিকে। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের আকাশটাকে আজ উদাসীন ভাবে দেখতে থাকে বিদিতা। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ে।
সবার জন্যে সুখটুকু খুঁজতে গিয়ে নিজের স্বপ্নগুলোকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে সে..

হৃদয়

শীলা সোম

ইংরাজীতে হার্ট বলে বাংলাতে হৃদয়,
দুই জোড়া কুঠুরি তোমার, অলিন্দ, নিলয়।
মানবদেহে কর তুমি রক্ত সঞ্চালন,
তোমাতেই হয় জীবনের প্রতিফলন।
বুকের বাম পাশেতে তোমার অবস্থিতি,
স্তব্ধ হলে পরে, থামে জীবনের গতি।
উদার হৃদয় বলে যাঁরে, তিনি মহান,
জীবদেহে তোমার যে অশেষ অবদান।
পাম্পের সাথে যে হয় তোমার তুলনা--
কাজ করে যাও তুমি নীরবে একটানা।
ভালবাসার বাঁধনেতেও রেখেছো যে ধরে,
প্রতীক চিহ্ন তাই তোমা আকৃতিতে গড়ে।
সুস্থ রাখতে তোমায় সবে তৎপর,
রক্ত সঞ্চালনে, তুমি প্রধান দপ্তর।
মানব দেহে সঞ্চারিতে প্রাণের স্পন্দন,
হৃদযন্ত্র রূপে খ্যাত, তুমি অসাধারণ ।।

মানুষের চাওয়া

মুস্তাফিজুর রহমান

পৃথিবী জন অরন্যে ঘেরা একটি বিচরণ ভূমি
মানুষ তার প্রধান উপযোগী প্রাণী ।
এই নদ নদী পাহাড় পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করছে,
এই মানুষ নামক প্রাণীর জন্য।
স্রোষ্টা পৃথিবীকে সাজিয়েছেন অতিব সুন্দর কারুকার্যে,
না চাইতেও সব পেয়েছি জল, অক্সিজেন,
শত নিয়ামতে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী,
সবিই তো এই মানুষের জন্যই।
আমরা পৃথিবীতে চলছি সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে,
এগিয়ে চলেছি ক্রমাগত সম্মুখ পানে।
তাকিয়ে দেখিনি উপরে বা নিচে,
তাই স্রোষ্টার আজো চিনেনি।
আমরা সুখ চাই, শান্তি চাই, নিরাপত্তা চাই,
কোথায় পাবো সেই চাওয়া পাওয়া,
আজো আমরা বুঝেনি।
না আছি আমরা পৃথিবীর সুখের সন্ধানে ,
না আছি জান্নাতি সুখের অন্বেষণে।।

ছড়া-ছড়ি

রক্তযোদ্ধা

গোলাম মোর্তুজা

চেনা-জানা নয় তো তারা,
নেই তো কোনো পরিচয় !!
রক্তের অভাব পড়লে দেহে,
বংশ ছেড়ে যোদ্ধাকে খুঁজে !!
আত্মীয়-স্বজন দেই না খুন,
রক্তদানে তো রয়েছে গুণ !!
খোঁজ লাগালে রক্তদাতার,
জয় হবে নাকি মানবতার !!
ফোন কলেতে দিচ্ছে তাঁড়া,
রক্তদাতার মিলছে না সাঁড়া !!
খোঁজ মিলতে দেরি হলে,
নানা ভাষায় কটুক্তি মেলে !!
প্রতিবাদের আওয়াজ দিলে,
জোর দেখিয়ে কথায় বলে !!
রোগী তাহার প্রাণে গেলে,
হিসেব কষে থাকতে বলে !!
মিথ্যা কেশে ফাঁসিয়ে দিয়ে,
ডায়রি করবে থানায় গিয়ে !!
কোর্টে কেশে মিলবে না বেল,
খাঁটাবে নাকি যোদ্ধাকে জেল !!
রক্তের অভাব মেটাই যারা,
স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা তারাই !!
পথে যখন নেমে পড়ে,
হোক বিচার পাইয়ে ছাড়ে !!
স্যালুট রক্তযোদ্ধা...

কুসুমের দেশে যাবো

দীপান্বিতা চৌধুরী

সেই দেশে যত গান আছে
সন্ধ্যার দিকে গেছে জানি
সন্ধ্যা ভেঙে আরো গভীরে গিয়ে
তাকে খুঁজবো আমি।
সেই দেশে যত ফুল
যত আছে তারের বীণা
ব্যাথার আওয়াজে বেজে যায়
গুনগুন
খুঁজে নেবো সে সুরের ঠিকানা ।
দিনভর সাজগোছ আছে
আমি সেই দেশে যাবো
খোলা চুল ঝড়কে রাখতে দিয়ে
আমি কুসুমের দেশে যাবো ।

ছড়াও ছন্দ

আব্দুল করিম

আঁকাবাঁকা নদী
ঝকঝকে জলে
সূর্য খানি পড়ে
শালতি ভেসে চলে
ঝিরঝিরি হাওয়া
দুলছে ঘাস পাতা
শিশির ভেজা মাঠে
কাঁকড়া তুলে মাথা,
ঘরের ভিতর কেউ
করছে ডাকাডাকি
দরজা খুলে দেখি
একটি চড়ুই পাখি
ওই উঠল জেগে
পুব আকাশের কোলে
নতুন রবি উঠলো ফুটে
দিঘির জলে দুলে।

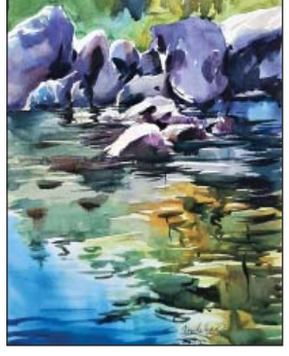

ছেলেবেলা

নকুল শর্ম্মা

সকাল বেলা মিষ্টি রোদে
করতাম ছোটাছুটি,
শৈশব গেলো হেসেখেলে
ধূলোয় লুটোপুটি।
চাঁদের বুড়ির গল্প শুনতাম
মা ঠাকুমা'র মুখে,
ছেলেবেলার সেই দিনগুলো
কাটতো অপার সুখে।
রাজপুত্তুরের পঙ্খিরাজে
চড়তাম মনে মনে,
রাতের বেলা কতই কথা
বলতাম চাঁদের সনে।
শিশির ভেজা ঘাসের বুকে
শিউলি ফুলের মেলা,
খালি পায়ে ফুল কুড়ানো
ছিলো মজার খেলা।

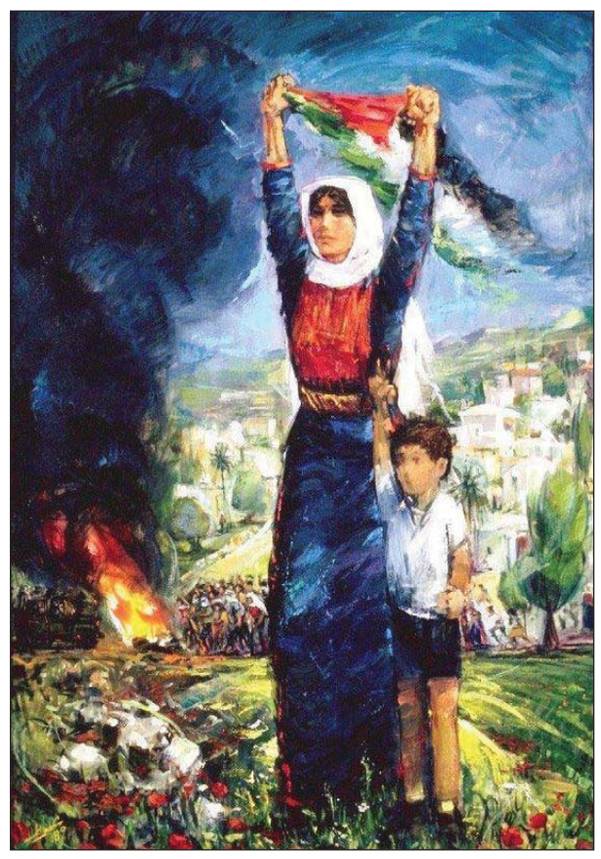

ফিলিস্তিনের কান্না

সুরাবুদ্দিন সেখ

ফিলিস্তিনের আকাশে সূর্য কাঁদে বারবার...
গর্জন করতে করতে হিংস্র কালো ছায়া ঢেকে নেয় আকাশ,
ওপর থেকে নেমে আসে একঝাঁক হিংস্র হায়েনা,
আক্রমণ করে গভীর নিদ্রিত অবস্থায়।
বিশ্ব মুসলিমের আল আকসা ঢেকে নিতে চায় কালোছায়ায়,
এ তো মুসলিমদের দ্বিতীয় কেবলা!
এই পবিত্র স্থান কখনো যেতে পারে না অশুভর দখলে,
অন্ধকার রজনীতে উনুনের পাশে যেন শিশু পোড়ার গন্ধ--
কয়েক মানুষরূপী হায়েনার দল শিশুদের পুড়িয়ে খেয়ে উল্লাস করে।
ঝলসানো রুটির মতো দাগ বাচ্চাদের কায়া;
আল আকসা কি শুধু ফিলিস্তিনিদের?বিশ্ব মুসলিমের কেবলা।
দায়িত্ব শুধু ফিলিস্তিনিদের?দায়িত্ব বিশ্ব মুসলিমদের।

বাতাসে ভেসে আসছে সুদূর ফিলিস্তিন থেকে লাশের গন্ধ,
বাতাসে ভেসে ওঠে নিরবে কান্নার ছবি
ওদের জ্বালা যন্ত্রণা দেখে কি শরীর শিউরে ওঠে না!
নরপিশাচরা অনেক শিশুর তাজা নরম মাংস খেয়েছে, হাড়গুলো জমায়েত করছে পাহাড় করার জন্য।

হে নিকৃষ্টগণ!তোদের হৃদয়ে কি গরলের সাগর আছে?অগ্নিগর্ভ আছে?
তাহলে তোরা মানুষ নস,পৃথিবীর অন্য এক হিংস্র জাতি।
বিতাড়িত হ ঐ পবিত্রভূমি থেকে
মুসলিমদের নবী পয়গম্বরের ভূমি ফিলিস্তিন।
তোরা লাঞ্ছিত হয়ে একদিন পরাজিত হবিই
কারণ পবিত্রভূমিতে অশুভ রুহের কোনো ঠাঁই নেই,
অপেক্ষা কর! বিজয়ের দামামা বাজতে চলেছে মুসলিমদের জন্য।

চোখধাঁধানো দুই গোল রোনাল্ডোর, জিতল আল নাসের

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ বিশ্বকাপে পর্তুগালের বিদায়ের পর অনেকেই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর শেষ দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু রোনাল্ডো নিজের বিদায়টা এমন মলিনভাবে লিখতে রাজি ছিলেন না। ভেবে রেখেছিলেন ভিন্ন কিছু। বিশ্বকাপ শেষে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে রোনাল্ডো হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য। সর্বশেষ গতকাল রাতে সৌদি সুপার লিগের ম্যাচে আখদাউদের বিপক্ষে আল নাসরের ৩-০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো, যেখানে দুটি গোলই ছিল চোখধাঁধানো। চলতি মৌসুমে আল নাসরের হয়ে ১৮ ম্যাচে ১৮ গোল করেছেন রোনাল্ডো, এর মধ্যে সৌদি প্রো লিগে ১৩ ম্যাচে করেছেন ১৫ গোল। বল পায়ে রোনাল্ডোকে যেন থামানোই যাচ্ছে না। শেষ তিন লিগ ম্যাচে রোনাল্ডো পেয়েছেন ৪ গোল। গত রাতে অবনমন অঞ্চলের দল আখদাউদের বিপক্ষে রোনাল্ডো প্রথম গোলটি পান ৭৭ মিনিটে। বক্সের ভেতর ডান পাশে রোনাল্ডো যখন বল পান, তখন তাঁর সামনে ছিল প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকসহ চার খেলোয়াড়। শুরুতে দারুণভাবে বলটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন 'সিআর সেভেন'। এরপর দুইবারের স্পর্শে বলকে আরেকটু ভেতরে টেনে নেন। একেবারে সামনে থাকা দুই ডিফেন্ডারও সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু এরপরই কাছাকাছি জায়গা থেকে কাছের পোস্ট লক্ষ্য করে বুলেটগতির শট নেন রোনাল্ডো। সামনে থাকা দুই ডিফেন্ডার তো বটেই, এমনকি পোস্ট আগলে রাখা গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারকেও পেরিয়ে বল জড়ায় জালে। দুর্দান্ত এই গোলের পর দারুণ উল্লাসে মাতেন রোনাল্ডো। যদিও রোনাল্ডোর সেরা গোলটি আসে আরও তিন মিনিট পর। আল নাসরের অর্ধে আক্রমণ তৈরির পর সম্মিলিতভাবে প্রতিপক্ষ রক্ষণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আল নাসর খেলোয়াড়েরা। শুরুতে কিছুটা পিছিয়ে থাকা রোনাল্ডো সতীর্থের উদ্দেশে বল বাড়িয়ে একটু আয়েশি ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে। আল নাসর খেলোয়াড়কে থামাতে এ সময় এগিয়ে আসেন আখদাউদ গোলরক্ষক। রীতিমতো মাটিতে শুয়ে আক্রমণ ঠেকিয়েও দেন তিনি। কিন্তু সেই বল চলে প্রায় ৩০ মিটারের বেশি দূরে থাকা রোনাল্ডোর কাছে। বল ক্লিয়ার করা গোলরক্ষকও তখন রোনাল্ডোর কাছাকাছি জায়গায় ছিলেন। প্রথমে বুক দিয়ে বলটা নামিয়ে নেন রোনাল্ডো। তারপর কাউকে বল না বাড়িয়ে সেখান থেকেই লব (মাথার ওপর দিয়ে তুলে দেওয়া) করেন পর্তুগিজ তারকা। বক্সের ভেতর প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড় পাহারায় থাকলেও তাঁদের তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। দুর্দান্ত এই গোলের পর রোনাল্ডোর উদ্‌যাপনও ছিল দেখার মতো। ম্যাচ শেষে একাধিক ছবি পোস্ট করে সবাইকে সপ্তাহান্তের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। রোনাল্ডোর জোড়া গোলের আগে এদিন আল নাসরের হয়ে প্রথম গোলটি করেছেন সামি আল নাজেয়ি। এটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১৯ ম্যাচে রোনাল্ডোরদের ১৮তম জয়। আর এ জয়ে সৌদি লিগে শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধানও একে নামিয়ে এনেছে আল নাসর। ১৪ ম্যাচ শেষে ১১ জয়, ১ ড্র ও ২ হারে দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ৩৪। আর শীর্ষে থাকা আল হিলালের পয়েন্ট ১৩ ম্যাচে ৩৫। লিগে আগামী ২ ডিসেম্বর আল নাসরের পরের ম্যাচ আল হিলালের বিপক্ষেই।

মুম্বাইয়ে ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া

আপনজন ডেস্ক: গুজরাট টাইটানস ছেড়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ক্রিকেট-বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর দাবি, শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় কোনো ঘটনা না ঘটলে পান্ডিয়া তাঁর পুরোনো দলেই ফিরছেন। সংবাদমাধ্যমটি তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পান্ডিয়াকে কেনা হবে পুরোপুরি নগদ টাকায়, অর্থাৎ দুই দলের ক্রিকেটারকে অদলবদল করে নয়। মুম্বাইকে ১৫ কোটি রুপি দিতে হবে গুজরাটকে। এই অর্থ দিয়েই ২০২২ সালের আইপিএলের আগে পান্ডিয়াকে দলে নিয়েছিল গুজরাট। এর সঙ্গে মুম্বাইকে ট্রান্সফার ফিও দিতে হবে। তবে সেই অঙ্কটা কত, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। এই ট্রান্সফার ফির ৫০ শতাংশ পেতে পারেন পান্ডিয়া। এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এটা হতে পারে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বেচাকেনা। পান্ডিয়াকে এত অর্থ খরচ করে দলে ভেড়ানোর জন্য নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে মুম্বাই। সর্বশেষ নিলামের পর তাদের কাছে আছে এখন ৫ লাখ রুপি। আগামী মৌসুমের নতুন নিলামের জন্য তারা আরও ৫ কোটি খরচ করতে পারবে, অর্থাৎ পান্ডিয়াকে দলে ভেড়াতে হলে কয়েক খেলোয়াড়কেই ছাড়তে হবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। আর সেটা করতে হবে ২৬ নভেম্বরে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে। ২০২২ সালে গুজরাটের হয়ে প্রথম মৌসুমেই শিরোপা জেতেন পান্ডিয়া। সেটা অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে। পরের মৌসুমেও দলকে ফাইনালে তোলেন এই অলরাউন্ডার। সেবার অবশ্য ফাইনালে চেন্নাইয়ের কাছে হেরে গেছে তারা। পান্ডিয়ার নেতৃত্বে টানা দুই মৌসুমেই গ্রুপ পর্বে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল তারা। দুই মৌসুমে গুজরাটের হয়ে ৩০ ইনিংসে ৪১.৬৫ গড় ও ১৩৩.৪৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ৮৩৩। উইকেট নিয়েছেন ১১টি। ২০১৫ সালে মুম্বাইয়ের হয়েই আইপিএল যাত্রা শুরু হয় পান্ডিয়ার। সেই মৌসুমে মুম্বাই তাঁকে কিনেছিল মাত্র ১০ লাখ রুপিতে। মুম্বাইয়ের হয়ে চারটি শিরোপা জিতেছেন পান্ডিয়া। ২০২২ সালে মেগা নিলামের আগে পান্ডিয়াকে ছেড়ে দেয় মুম্বাই। চারজন খেলোয়াড় ধরে রাখার নিয়মে তারা রাখে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, যশপ্রীত বুমরা ও কাইরন পোলার্ডকে। মুম্বাইয়ের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন বেশ আলোচনা হয়েছিল। পোলার্ড অবসর নেওয়ার পর থেকেই একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডারের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে মুম্বাইয়ে। পান্ডিয়া ফিরলে নিঃসন্দেহে সেই ঘাটতি পূরণ হবে। সঙ্গে রোহিতের পর ভবিষ্যৎ নেতৃত্বও দিতে পারবেন তিনি। গুজরাট দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তাদের সামনে অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির ছেড়ে দেওয়া তিনজন ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল। সেই পুল থেকে গুজরাট দলে নেয় পান্ডিয়া, রশিদ খান ও শুবমান গিলকে। পান্ডিয়া চলে গেলে হয়তো অন্য দুজনের কেউ নেতৃত্ব দেবেন গুজরাটকে।

নিউক্যাসলের কাছে ৪ গোল হজম করতে হল চেলসির

আপনজন ডেস্ক: এক ম্যাচ জিতলে পরের ম্যাচে ড্র বা হার–চেলসির ছন্দহীনতার ধারা চলছেই। আগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ড্র করা চেলসি আজ নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে হেরে গেছে। ব্যবধানটাও বড়–চেলসি ১, নিউক্যাসল ৪। মৌসুমে ১৩ ম্যাচের পঞ্চম হারে পয়েন্ট তালিকায় দশেই আটকে থাকল মরিসিও পচেত্তিনোর দল। বিপরীতে সপ্তম জয় তুলে নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ছয়ে উঠে গেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড। সেন্ট জেমস পার্কের ম্যাচটিতে নিউক্যাসলকে ১৩তম মিনিটে প্রথম গোল এনে দেন আলেক্সান্ডার ইসাক। তবে ১০ মিনিট পরই দারুণ ফ্রি-কিকে সেটি শোধ করে দেন রাহিম স্টার্লিং। দ্বিতীয়ার্ধে ৬০ মিনিটে নিউক্যাসল আবার এগিয়ে যায় অধিনায়ক জামাল লাসেয়েসের হেডের গোলে। ব্যবধানটা ৩-১ হয়ে যায় পরের মিনিটেই। ব্রাজিল সতীর্থ থিয়াগো সিলভার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে নিউক্যাসলকে তৃতীয় গোল এনে দেন জোয়েলিংটন। এই ম্যাচেই ৩৯ বছর ৬৪ দিন বয়সে খেলতে নেমে চেলসির সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েছেন সিলভা। ৩-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা চেলসি ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সেটিও শেষ হয়ে যায় ৭৩ মিনিটে রিস জেমস দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। দশজনের চেলসির বিরুদ্ধে ৮৩ মিনিটে নিউক্যাসলের চতুর্থ গোলটি এনে দেন অ্যান্থনি গর্ডন। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগে চেলসির জালে ৪ গোল দিয়েছে নিউক্যাসল।

আত্মঘাতী গোলে এক পয়েন্ট উদ্ধার বার্সেলোনার

আপনজন ডেস্ক: জিততে পারলে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে দুইয়ে ওঠা যেত। কিন্তু জয় দূরে, প্রথমার্ধে গোল হজম করে উল্টো হারের মুখে দাঁড়িয়েছিল বার্সেলোনা। তবে রায়ো ভায়েকানোর মাঠ থেকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরতে হয়নি জাভি হার্নান্দেজদের। শেষ দিকে পাওয়া আত্মঘাতী গোলে ভায়েকানোর সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে বার্সেলোনা। এবারের মৌসুমে এটি বার্সার চতুর্থ ড্র। ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে জাভির দল এখন তৃতীয় স্থানে। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদ ৩২ পয়েন্ট নিয়ে দুই আর ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা শীর্ষে আছে। ম্যাচের শুরু থেকেই বার্সেলোনা রক্ষণে ভীতি ছড়ায় ভায়েকানো। প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে বার্সা গোলরক্ষক আন্দ্রে টের স্টেগানকে দুটি প্রচেষ্টা রুখে দিতে হয়। বার্সেলোনার হয়ে গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেন লামিনে ইয়ামাল ও পেদ্রিও। তবে তাঁদের শটও ভায়েকানো রক্ষণে আটকে যায়। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে ভায়েকানো এগিয়ে দেন উনাই লোপেজ। ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো গতির হাফ-ভলিতে টের স্টেগানকে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ান। দ্বিতীয়ার্ধে গোলে শোধে মরিয়া বার্সেলোনা ৭৬ মিনিটে গোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়ার নিচু শটটি পোস্টে লাগলে হতাশ হতে হয় তাঁদের।

গুলি করে ছিনিয়ে নেওয়া হল মেসির স্ত্রীর সুপারমার্কেটের টাকা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনার রোজারিওতে পারিবারিক সুপারমার্কেট রয়েছে লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জোর। গত মঙ্গলবার সকালে এই সুপারমার্কেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে গাড়িতে করে স্থানীয় ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিলেন রোকুজ্জোর কাজিন অগাস্তিনা স্কালিয়া। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুপারমার্কেটের দুজন কর্মী। রোজারিওর রাস্তায় পেলেগ্রিনি অ্যাভিনিউয়ে দুজন বন্দুকধারী তাঁদের গাড়ি থামিয়ে প্রায় ৮ মিলিয়ন আর্জেন্টাইন পেসো (প্রায় ২২ হাজার ৫০০ ডলার) ডাকাতি করেছে বলে জানিয়েছে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'লা নাসিওন' জানিয়েছে, সুপারমার্কেট থেকে ৪৫ ব্লক দূরে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সাদা রঙের একটি গাড়িতে করে এসেছিল দুষ্কৃতকারীরা। স্কালিয়াদের গাড়ি থামিয়ে তারা গুলি ছুড়েছে। গুলি গাড়ির কাচ ভেদ করে গেলেও কেউ হতাহত হয়নি। দুষ্কৃতকারীরা দুটি ব্যাগে থাকা টাকা নিয়ে গেছে। আর্জেন্টিনাসহ পৃথিবীর ১৫টি দেশে প্রকাশিত স্প্যানিশ সাময়িকী 'হোলা!' এ নিয়ে রোজারিওর রেডিও প্যাট্রল কমান্ডের প্রধান ডিয়েগো সান্তামারিয়ার উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে, 'তারা একটি জানালা ভেঙেছে এবং হুমকি দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকাসহ দুটি ব্যাগ নিয়ে গেছে।' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মকর্তার উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে তারা, 'সে (স্কালিয়া) গাড়ির গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু (দুষ্কৃতকারীদের) গাড়ি সামনে থাকায় পারেনি, ওটাতে (দুষ্কৃতকারীদের গাড়ি) আঘাত করেছে।' স্কালিয়ার সঙ্গে গাড়িতে যে দুজন কর্মী ছিলেন, তাঁদের একজন সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'টাকা রাখতে আমরা সুপারমার্কেট থেকে ব্যাংকে যাচ্ছিলাম। ওরা আমাদের জানালা ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে। গাড়িতে করে এসেছিল। ঘটনার শুরুতে গুলির শব্দ শুনেছি। গাড়ি থেকে বের হওয়ার পর বুলেটের ছিদ্র দেখেছি।' আর্জেন্টিনার তারকা মেসি এই ঘটনায় এখনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তবে রোকুজ্জোর কাজিন মরিসিও স্কাগলিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে সহমর্মিতা জানিয়েছেন রোকুজ্জো। স্কাগলিয়া ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমরা যে সময়ে বসবাস করছি, সে সময়ের বিবেক দেখুন, চারপাশে কত রকম অবিচার হচ্ছে। ভাগ্য ভালো যে অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এত ভালোবাসা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ।' রোকুজ্জো এই পোস্টের মন্তব্যে লিখেছেন, 'ভাইয়েরা, তোমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি।' গত মার্চেও একবার রোকুজ্জোদের সুপারমার্কেটে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা। ২ মার্চ স্থানীয় সময় রাত ৩টায় রোকুজ্জোদের পরিবারের মালিকানাধীন সুপারমার্কেটে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে তারা। গুলি করার সময় মার্কেট বন্ধ ছিল। বাইরে থেকে স্টিলের দরজায় গুলি করে মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যায় দুজন লোক। চলে যাওয়ার আগে রাস্তায় একটি কাগজ ফেলে যায় তারা। সেই কাগজে মেসিকে হুমকি দিয়ে লেখা ছিল, 'মেসি, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। (রোজারিওর মেয়র) পাবলো ইয়াভকিন নিজেই মাদক চোরাচালানকারী। সে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

মারাকানায় সংঘর্ষ: আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল দুই দেশকেই দায়ী করছে ফিফা

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত বুধবার মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। ব্রাজিলের ঘরের মাঠ মারকানায় এই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পায় আর্জেন্টিনা। তবে ম্যাচের ফল ছাপিয়ে গ্যালারিতে দুই দলের সংঘর্ষ উঠে আসে আলোচনায়। এরপর পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তাদের তদন্তে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে দুই দেশকেই। এর ফলে কড়া শাস্তির মুখে পড়তে চলেছে দুই দেশই। ফিফার তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মারাকানায় সংঘর্ষের ঘটনায় আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের বিপক্ষে তাদের দেশের সমর্থকদের উৎপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে। সংঘর্ষ ঘটানোর শুরুটা করেছে আর্জেন্টিনার সমর্থকরাই। শুধু তাই নয়, ৩০ মিনিট দেরীতে ম্যাচ শুরুর সম্পূর্ণ দায় চাপানো হয়েছে আর্জেন্টিনার ওপর। আর ব্রাজিলের বিপক্ষে অভিযোগ আনা হয়েছে স্বাগতিক বা আয়োজক হিসেবে যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে না পারার ব্যর্থতাকে। গত বুধবার ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে ফুটবলাররা সারি বেধে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় গ্যালারির একাংশে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ব্রাজিল সমর্থকরা। দুই দেশের পতাকার প্রতি একে কটুক্তিসহ সংঘর্ষ, চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু করে তারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে। তবে তারা মূলত লাঠি চার্জ করে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের ওপর। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা তখন এগিয়ে যায় সমর্থকদের রক্ষা করতে। তারা পুলিশকে অনুরোধ করলেও কাজ হয়নি। এরপর মাঠ ছেড়ে বেড়িয়ে যায় মেসিরা। শেষ পর্যন্ত খেলা শুরু হয় ৩০ মিনিট পর।

এবার মার্শের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল ভারতীয় সমর্থক

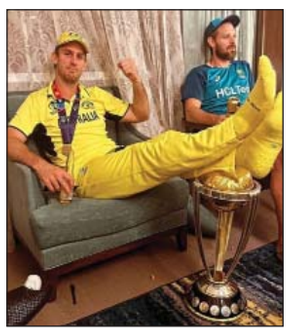

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে ছয় দিন হলো। মাঠের খেলা নিয়ে আলোচনা এখন নেই বললেই চলে। বিশ্বকাপের পর এরই মধ্যে মাঠেও নেমেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। তবে বিশ্বকাপ জয়ের পর মিচেল মার্শের উদ্‌যাপনের একটি ছবি নিয়ে যেন আলোচনা থামছেই না। বিশ্বকাপের ট্রফির ওপরে পা দিয়ে বসে আছেন–এই ছবির জন্য এবার এফআইআর দায়ের করেছেন ভারতের এক নাগরিক। এর আগে এমন ছবির জন্য তাঁর সমালোচনা করেছেন ভারতের ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ শামিসহ অনেকেই। বিশ্বকাপের ট্রফির ওপরে পা দিয়ে বসে আছেন মার্শ–এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ভাইরাল' হয়ে গেছে। এর পর থেকে অনেকেই মন্তব্য করে বলছেন, এভাবে ছবি তুলে মার্শ বিশ্বকাপের ট্রফি আর খেলাটিকে অসম্মান করেছেন! পণ্ডিত কেশব নামের এক ব্যক্তিরও দাবি এমন। উত্তর প্রদেশের এই ব্যক্তির দাবি, মার্শের এই ছবি অনেক ভারতীয় সমর্থকের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। তিনি এফআইআরের একটি কপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও পাঠিয়েছেন। দাবি করেছেন, ভারতে মার্শের খেলায় যেন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

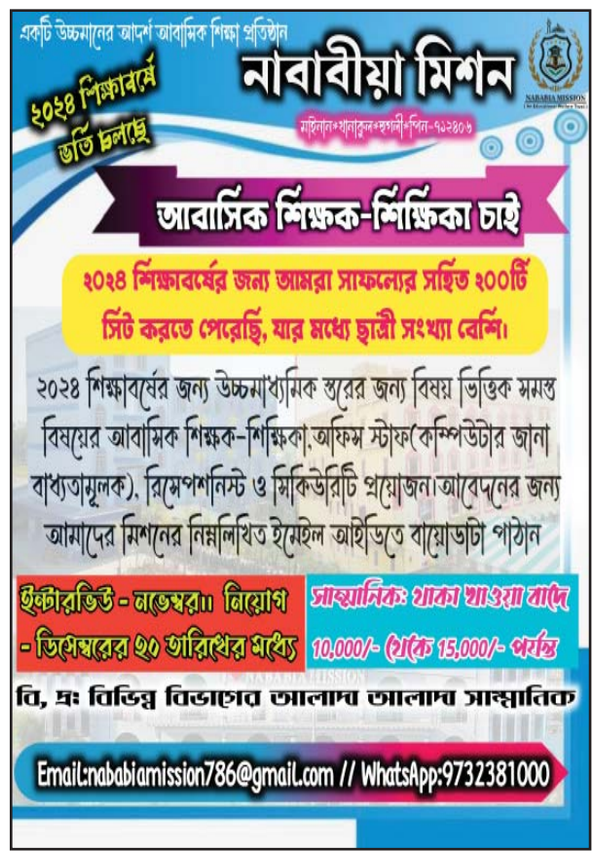

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**